পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঘটনার সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ খবর জানার জন্য ক্লিক করুন:
www.chtnews.blogspot.com
www.chtnewsbangla.blogspot.com

নিপীড়িত জনতার মুখপত্র

জাতীয় ডাক

৩য় বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা ॥ ৫ আগস্ট ২০১২ ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ ॥ শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা
মোট ইস্যু: ১১ email: jatiodak@gmail.com

রামগড়ের পিলাভাঙায় পাহাড়ি ব্যক্তির জমি জবরদখল করে সেটলার পুনর্বাসন করছে বিজিবি

প্রতিবাদ-বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ ও স্মারকলিপি পেশ

খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলাধীন পাতাছড়া ইউনিয়নের ২৩৭ নং নতাছা মৌজার পিলাভাঙা গ্রামের ৮০ বছরের বৃদ্ধ পূর্ণচন্দ্র চাকমার (পিতা ময়ূরধ্বজ চাকমা) ১০ একর রেকর্ডিয় জমি জবরদখল করে ৪৫টি সেটলার পরিবারকে পুনর্বাসনের কাজ করছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ(বিজিবি)।

জানা যায়, গত ৬ জুন বর্ডার গার্ড, বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা অস্ত্রের জোর দেখিয়ে জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে ও দেশের আইন কানুনের প্রতি কোনরূপ তোয়াক্কা না করে রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের ২৩৭ নং নতাছা মৌজাস্থ পিলাভাঙা গ্রামের বাসিন্দা পূর্ণচন্দ্র চাকমা, পিতা মৃত ময়ূরধ্বজ চাকমার রেকর্ডিয় ও ভোগদখলীয় জমি জোরপূর্বক দখল করে এবং ৪৫টি সেটলার পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ শুরু করে। বিজিবি সদস্যরা জালিয়া পাড়া থেকে পিলাভাঙায় ক্যাম্প বসিয়ে সেটলারদের ঘর-বাড়ি নির্মাণ কাজে সহযোগিতা দিচ্ছে। তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বেআইনীভাবে বসতি গড়ে তোলা হচ্ছে। তারা কোন পাহাড়িকে ওই দিকে যেতে দিচ্ছে না।

পূর্ণচন্দ্র চাকমা বিগত ৮০'র দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্বাভাবিক ও উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে তার আসল বাস্তুভিটা ছেড়ে পশ্চিম পিলাভাঙায় বসতি গড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। তার এই রেকর্ডিয় জমি বর্তমানে কেড়ে নেয়া হচ্ছে।

রামগড়ে জমি বেদখলের প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে তিন সংগঠনের বিক্ষোভ

ইউপিডিএফ সহ বিভিন্ন সংগঠন এই জমি জবরদখলের প্রতিবাদ জানিয়েছে। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন যৌথভাবে জমি বেদখলের প্রতিবাদে খাগড়াছড়ির বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শন ও খাগড়াছড়ির তিন উপজেলায় অর্ধদিবস সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে এবং এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসকের বরাবরে স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে।

ইউপিডিএফ'র প্রতিবাদ

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক প্রদীপন খীসা এক বিবৃতিতে জেলার রামগড় উপজেলাধীন পাতাছড়া ইউনিয়নের

৪র্থ পাতায় দেখুন

ফ্যাসিস্ট সরকারের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বর্জনের আহ্বান ইউপিডিএফের

পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনরত আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর সভাপতি প্রসিত খীসা ও সাধারণ সম্পাদক রবি শংকর চাকমা ৩০ জুন জাতীয় সংসদে সংবিধানের বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাসের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন এ দিনটি দেশের ইতিহাসে একটি বিশেষ কালো দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

গত ২৮ জুন সংবাদ মাধ্যমে প্রেরিত বিবৃতিতে ইউপিডিএফ নেতৃদ্বয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারকে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারী, সাম্প্রদায়িক, ফ্যাসিস্ট ও ভিন্ন ভাষা-ভাষী সংখ্যালঘু জাতিসমূহের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন আখ্যায়িত করেন এবং স্ব স্ব জাতিসত্তার স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন জোরদার করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বিবৃতিতে তারা এ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বয়কট করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সমতল অঞ্চলের ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতি এবং সকল গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন দল-ব্যক্তির নিকট আহ্বান জানিয়েছেন।

রামগড়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই ইউপিডিএফ সদস্য গ্রেফতার, মুক্তি দাবি

খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলাধীন হাফছড়ি ইউনিয়নের ছোট কালাপানি গ্রাম থেকে সেনাবাহিনী দুই ইউপিডিএফ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। তারা হলেন ঝুনু চাকমা চাকমা ওরফে মিঠুন (৪০) পিতা বিরাজ মোহন চাকমা, ভাইবোন ছড়া ইউপি, খাগড়াছড়ি ও ২. সেপ্টুরায় ত্রিপুরা ওরফে মনাই(২৪) পিতা মইকুমার ত্রিপুরা, গ্রাম সুধীর কুমার পাড়া, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি।

৫ম পাতায় দেখুন

রামগড়ে ভূমি বেদখল প্রসঙ্গে খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী লীগের বক্তব্য অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী মানসিকতার প্রতিফলন

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি কণিকা দেওয়ান ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুমেন চাকমা ৪ জুলাই বুধবার এক যুক্ত বিবৃতিতে রামগড়ের পিলাভাঙায় ভূমি বেদখল প্রসঙ্গে গত ৩ জুলাই, মঙ্গলবার, এক সংবাদ সম্মেলনে দেয়া খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহেদুল ইসলামের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, উক্ত তিন সংগঠনের ডাকা অর্ধ দিবস সড়ক অবরোধ কর্মসূচির 'দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার ঘোষণা' তাঁর অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ।

জাহেদুল আলমের উক্ত বক্তব্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, তিন সংগঠনের গণতান্ত্রিক কর্মসূচীতে নাক গলানোর অধিকার জাহেদুল আলম সাহেবের বা অন্য কারোর নেই। তাছাড়া তিন সংগঠন ও স্থানীয় জনগণ বিজিবি ও কতিপয় সেটলারের বিরুদ্ধে ভূমি বেদখলের অভিযোগ এনেছে, আওয়ামী লীগের কোন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে বা সম্পর্কে

৪র্থ পাতায় দেখুন

রামগড়ের পিলাভাঙা গ্রামে ভূমি বেদখল ও বহিরাগত সেটলার পুনর্বাসন বন্ধের দাবিতে হেডম্যান, কার্বারী ও জনপ্রতিনিধিদের বিবৃতি

খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়, মাটিরাঙ্গা, মানিকছড়ি উপজেলা ও মহালছড়ির সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের ১৬৯ জন হেডম্যান, কার্বারী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এক যৌথ বিবৃতিতে রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের ২৩৭ নং নাতাছা মৌজায় পিলাভাঙা গ্রামে পূর্ণ চন্দ্র চাকমার ১০ একর জমি বেদখল ও বহিরাগত সেটলার পুনর্বাসন বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে ২১ জন হেডম্যান, ১১২ জন কার্বারী, ২ জন চেয়ারম্যান ও ৩৪ জন মেম্বার রয়েছেন। বিবৃতিতে তারা অভিযোগ করে বলেন, গত ৬ জুন ২০১২ থেকে উক্ত জমিতে কড়া প্রহরায় বহিরাগতদের জন্য

৭ম পাতায় দেখুন

বান্দরবানের থানচিতে ভূমি অধিগ্রহণ করে বিজিবি ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার স্থাপনের ষড়যন্ত্র

জাতীয় ডাক রিপোর্ট:

বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলার ৩নং থানচি ইউনিয়নের ৩৬২ নং থানচি মৌজাধীন থানচি বাস স্টেশন এলাকায় পাহাড়িদের রেকর্ডিয় ও ভোগদখলীয় জায়গাসহ প্রায় ৪০ একর জায়গা অধিগ্রহণ করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ(বিজিবি)-এর ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার স্থাপনের ষড়যন্ত্র চলছে। গত ২১ জুলাই শনিবার বিজিবি থানচি বাজার ক্যাম্পের অধিনায়ক সুবেদার হাশেম নোটিশ জারি করে পাহাড়ি-বাঙালিদের ক্যাম্পে ডেকে পাঠিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত এ আলোচনায় থানচি জোনের বিজিবি অধিনায়ক লে: কর্ণেল মোমেন (১০ বেঙ্গল) উপস্থিত ছিলেন।

থানচি বাস স্টেশনের পাশে ফরেস্টার পাড়া ও নাইজারি পাড়া নামে পাহাড়িদের দুটি পাড়া রয়েছে। এ দুটি পাড়ায় প্রায় ৭০ পরিবার মারমা ও ত্রিপুরা যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছেন। এ এলাকায় বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন করা হলে নিজ বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার আশংকা করছেন পাহাড়িরা।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ

বান্দরবানের ভূমি অধিগ্রহণ করে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ

৪র্থ পাতায় দেখুন

দৈনিক ইত্তেফাকে অপহৃত কল্পনা চাকমা সম্পর্কে মিথ্যাচারের প্রতিবাদ

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী কণিকা দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান গত ৫ জুলাই বৃহস্পতিবার এক যুক্ত বিবৃতিতে 'পাহাড়ে সন্ত্রাসী তৎপরতা বাড়ছে' শিরোনামে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত [৫ জুলাই] আবুল খায়ের-এর প্রতিবেদনে পরিবেশিত অপহৃত কল্পনা চাকমা সম্পর্কে আজগুবি, উদ্ভট, বানোয়াট ও অসত্য তথ্যের তীব্র প্রতিবাদ এবং তার চরিত্রের উপর কালিমা লেপনের অপপ্রয়াসের নিন্দা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, ইত্তেফাকের প্রতিবেদন লেখকের কথা যদি সত্য হয়, যদি "ভারতের অরুণাচল প্রদেশের ভারতী(য়) যুব কংগ্রেসের কর্মী অরুণ বিকাশ চাকমা' কল্পনা চাকমাকে ভারতে নিয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে আবুল খায়েরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিস্তারিত তথ্য জেনে নিয়ে কল্পনা চাকমাকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হোক, এবং এভাবে অপহরণ ঘটনাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে কলঙ্কমুক্ত করা হোক।

৪র্থ পাতায় দেখুন

৩য় বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা ॥ ৫ আগস্ট ২০১২ ॥

জাতীয় ডাক

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল ও 'জাতিসত্তা কমিশন' গঠনের দাবি জানিয়েছে জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল, বাংলাদেশের সকল সংখ্যালঘু জাতি ও ভাষাভাষীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং জাতিসত্তা কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছে জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ। গত ৩০ জুন বিকাল ৪টায় ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত এক বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের নেতারা এ দাবি জানান।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলের দাবিতে ঢাকায় জাতিসত্তা মুক্ত সংগ্রাম পরিষদের বিক্ষোভ

সংবিধানের চরম বৈষম্যমূলক, জাতি বিদ্বেষী ও ফ্যাসিবাদী পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল এবং বাংলাদেশের সকল সংখ্যালঘু জাতি ও ভাষাভাষীর সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে 'জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ'-এর উদ্যোগে সংগঠনের সভাপতি এস. সি. আলবার্ট সরেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বলস্মৃতি চাকমা, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সম্পাদক ডাঃ ফয়জুল হাকিম, সাঁওতাল জাতির প্রতিনিধি চুড়কা মার্ডি, মুন্ডা জাতির প্রতিনিধি কুরুশীল মার্ডি, ওরাও জাতির প্রতিনিধি সিনোমনি তিগ্যা, মনিপুরী জাতির প্রতিনিধি স্বীমণ্ল সিন্হা, চা-শ্রমিকদের প্রতিনিধি পরিমল বাড়াইক, উর্দুভাষীদের প্রতিনিধি খালেদ হোসেন, ইউপিডিএফ নেতা মিঠুন চাকমা, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় কমিটির যুগ্মসম্পাদক ডাঃ হাসিবুর রহমান, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি কণিকা দেওয়ান, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, টেকনাফ আয়রণী চাকমা পল্লীর প্রতিনিধি মনিস্বপন চাকমা ও অনিকা চাকমা, নয়াগণতান্ত্রিক গণমোর্চার যুগ্ম আহ্বায়ক জাফর হোসেন, জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চের আহ্বায়ক মাসুদ খান, জুয়েল হোসেন, ব্যারিস্টার সাদিয়া আরমান প্রমুখ।

সভাপতি এস. সি. আলবার্ট সরেন বলেন, "৩০ জুন হুল দিবস, সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৫৭ তম বার্ষিকী; ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক দিবস। ২০১১ সালের এই ৩০ জুন আবার বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জাতি সমূহের জন্য একটি কালো দিবস। এই দিন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে বসবাসরত ৪৫এর অধিক ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতির অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সাংবিধানিকভাবে তাদের জাতিগত পরিচয় নির্ধারণ করা হয়েছে 'বাঙালী' হিসেবে। শুধু তাই নয় বাঙালী ভিন্ন অপরাপর জাতি ও ভাষাভাষী জনগণকে হেয় ও অবজ্ঞা করে 'উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী' হিসেবে অভিহিত করে তাঁদের মর্যাদাহীন ও চরমভাবে অপমানিত করা হয়েছে। বৃহৎ জাতিসুলভ জাত্যাভিমান থেকেই দেশের অন্যান্য জাতিসমূহকে অস্বীকার করা হয়েছে যা জাতিগত ফ্যাসিবাদেরই নামান্তর। সংবিধান সংশোধনের জন্য হুল দিবস বেছে নেয়া হয়েছিল সচেতনভাবে। এর মাধ্যমে হুল দিবস ও ব্রিটিশ বিরোধী গণসংগ্রামকে অস্বীকার ও তার মর্যাদাহানি ঘটানো হয়েছে।"

সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বলস্মৃতি চাকমা বলেন, "রাষ্ট্র কর্তৃক ইসলাম ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদানের মাধ্যমে রাষ্ট্র সাংবিধানিকভাবেই সাম্প্রদায়িক রূপ লাভ করেছে। একদিকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, 'বিসমিল্লাহির-রাহ্‌মানির রহিম' রেখে অন্যদিকে (১১ নং ধারায়) 'রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান' বিলোপের কথা বলা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই না। সকল নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ঐক্য সংহতি স্থাপন করাই একটি নির্বাচিত সরকারের প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু সরকার পরিকল্পিতভাবে জনগণকে বিভক্ত করতে চাইছে।"

জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সম্পাদক ফয়জুল হাকিম বলেন, "পঞ্চদশ সংশোধনী দেশে ফ্যাসিবাদী শাসনের ভিত্তি মজবুত করেছে। পঞ্চদশ সংশোধনীর ৭(খ) ধারায় নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধানের দাবি, সংবিধানের যে কোন সমালোচনা এমনকি সাংবিধানিক সংস্কারের দাবিও রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে চিহ্নিত করবার ক্ষমতা সরকার ও রাষ্ট্রকে প্রদান করা হয়েছে। সংশোধিত ৩৮ ধারায় নাগরিকদের সংগঠন করার অধিকার খর্ব করা হয়েছে এবং যে কোন সংগঠনকে নিষিদ্ধ করবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংগ্রামরত বিশেষতঃ বাম প্রগতিশীল দল ও সংগঠনসমূহের কার্যকলাপকে সরকার খেয়াল খুশিমত সংবিধানের পরিপন্থী ঘোষণা দিয়ে নিষিদ্ধ করতে পারবে। তিনি বলেন, বর্তমান সংবিধান জনগণের স্বার্থরক্ষায় ব্যর্থ এক অকেজো দলিল। জনগণের হাতে মতা আনতে, নতুন শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে এবং নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান কায়েমে শ্রমিক, কৃষক ও নিপীড়িত জাতিসমূহের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।"

সমাবেশ থেকে পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল, বাংলাদেশের সকল সংখ্যালঘু জাতি ও ভাষাভাষীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জাতি ও ভাষাভাষী জনগণের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা চিহ্নিত করা ও সমাধানে করণীয় নির্ধারণে 'জাতিসত্তা কমিশন' গঠনের দাবি জানানো হয়।

এ ছাড়া সারাদেশে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ভূমি বেদখল বন্ধ, ভূমি ও জলাশয়ের উপর সংখ্যালঘু জাতিসত্তার প্রথাগত অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান, চা-জনগোষ্ঠীকে স্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান, ক্যাম্পে বসবাসরত উর্দুভাষীদের পাসপোর্ট প্রদান ও ক্যাম্প থেকে উচ্ছেদ বন্ধ, জাতীয় উদ্যান, ইকোপার্ক, সাফারী পার্ক, রিজার্ভ ফরেস্ট ও সামাজিক বনায়নের নামে বনাঞ্চল হতে সংখ্যালঘু জাতিসত্তা উচ্ছেদ বন্ধ, আলফ্রেড সরেন, পিরেন স্নাল ও চলেশ রিছিল হত্যাকাণ্ড, কল্পনা চাকমা গুম এবং লোগাং-লংগদু-নানিয়াচর গণহত্যার শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানানো হয়।

সমাবেশে এসব দাবি আদায়ে সারা দেশ জুড়ে তিন মাসব্যাপী সভা, সমাবেশ ও গণসংযোগ কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

সমাবেশ শেষে একটি বিশাল মিছিল প্রেসক্লাব, পল্টন মোড়, বায়তুল মোকাররম ঘুরে আবার প্রেসক্লাবে এসে শেষ হয়।

মানিকছড়িতে সেটলার কর্তৃক এক শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা!

খাগড়াছড়িতে মানিকছড়িতে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ুয়া মারমা সম্প্রদায়ের এক মেয়ে শিশুকে(১২)জনৈক সেটলার কর্তৃক ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। গত ১ আগস্ট বুধবার দুপুর ২টার দিকে মানিকছড়ি উপজেলার বাটনাতলী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, ডেবাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ুয়া ঐ শিশুটি ২য় সাময়িক পরীক্ষা শেষে বাড়িতে ফিরে ভাত খাওয়ার পর দুধ বিক্রি করতে তার থেকে কম বয়সী আরো দুই শিশু সহ পায়ে হেঁটে বাটনাতলী বাজারে যাচ্ছিল। যাবার পথে এক সেটলার যুবক(১৮) তাদের পথ রোধ করে এবং ঐ শিশুটিকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ সময় শিশুটি চিৎকার দিলে সেটলার যুবকটি পালিয়ে যায়। এ ঘটনার পর শিশুটি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে পরদিন সে আর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যায়নি।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটলার কর্তৃক নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির ঘটনার উদ্বেগজনকভাবে বেড়েই চলেছে। এসব ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ায় দুর্বত্তরা এ ধরনের ঘটনা বার বার ঘটানোর সাহস পাচ্ছে।

রামগড়ের পিলাভাঙ্গা গ্রামে সেটলারদের ঘরবাড়ি নির্মাণ সম্পর্কে জমির মালিক পূর্ণচন্দ্র চাকমার বক্তব্য

"খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলাধীন পাতাছড়া ইউনিয়নের ২৩৭ নং নাভাঙ্গা মৌজায় পিলাভাঙ্গা গ্রামে আমার ভোগদখলকৃত জমিতে ঘরবাড়ি নির্মাণ সম্পর্কে বক্তব্য" শিরোনামে জমির মালিক পূর্ণচন্দ্র চাকমা সংবাদ মাধ্যমে তার বক্তব্য সম্বলিত এক বিবৃতি প্রদান করেছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, গত ৬ জুন ২০১২ ইং হতে বিজিবি সদস্যদের প্রহরায় খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলাধীন পাতাছড়া ইউনিয়নের ২৩৭ নং নভাঙ্গা মৌজায় পিলাভাঙ্গা গ্রামে আমার জমিতে সেটলার বাঙালি পুনর্বাসনের জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। উক্ত জমি আমি জনৈক সেটলারের কাছে বিক্রয় করেছি বলে একটি মহল সংবাদ পত্রে প্রচার করছে। আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, উক্ত জমি আমার বন্দোবস্তীকৃত ও দখলীস্বত্বাধীন (হোল্ডিং নং ৫) এবং এই জমি আমি কখনো কারো কাছে বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে মালিকানা ও দখল হস্তান্তর করি নাই। অন্য কারো নামে নাম পরিবর্তন করে দেয়া দূরের কথা।

তিনি বলেন, আমি এক সময় ওই জমিতে বসবাস করতাম। সেখানে আমার ঘরবাড়ি ছিল। কিন্তু ১৯৮০র দশকে দুর্যোগপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সেখান থেকে পরিবার পরিজনসহ পশ্চিম পিলাভাঙ্গা গ্রামে চলে আসতে বাধ্য হই।

বিবৃতিতে তিনি জমি ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানিয়ে বলেন, আমি চাই, আমার উক্ত জমি থেকে বেদখলদারদের উচ্ছেদ করা হোক এবং আমার জমি আমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হোক। সেই সাথে আমি সবাইকে অনুরোধ করতে চাই, এ জমির মালিকানা নিয়ে মিথ্যা প্রচার বন্ধ করা হোক।

বাঘাইছড়িতে সন্তু লারমার ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীর গুলিতে এক ইউপিডিএফ সদস্য আহত

রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে সন্তু লারমার ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীর গুলিতে এক ইউপিডিএফ সদস্য আহত হয়েছে। তার নাম দয়া কুমার চাকমা ওরফে স্মৃতি (৪১) পিতা নিরঞ্জন চাকমা, গ্রাম পলাচিপা, সার্বোতলী ইউনিয়ন। গত ১২ জুলাই বৃহস্পতিবার বিকাল ৫:৪৫টার সময় বাঘাইছড়ি উপজেলা সদরের বাবু পাড়ার জীবকহড়া বৌদ্ধ বিহারের সামনে দোকানের পাশে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সাগর চাকমা(২৫) পিতা কামিনী রঞ্জন চাকমা নামে এক ব্যক্তি স্মৃতি চাকমার কাছে এসে প্রথমে ঔষধ কেনার জন্য কিছু টাকা চায়। পরে সে সারাদিন ভাত খায়নি বলে জানায়। সে নিজেকে ইউপিডিএফ সমর্থক বলেও দাবি করে। তার কথায় বিশ্বাস করে স্মৃতি চাকমা ভাত খাওয়ার জন্য তাকে একশত টাকা দেয়। কিন্তু লোকটি এরপরও চলে না গিয়ে ঘুরে ঘুরে থাকলে সন্দেহ হওয়ায় তাকে চার্জ করতে গেলে সে স্মৃতি চাকমাকে লক্ষ্য করে গুলি করে এবং দ্রুত মোটর সাইকেলে করে হাজি পাড়া হয়ে উপজেলা পরিষদের পাশের রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যায়। ঐ সন্ত্রাসীর ছোড়া গুলিতে স্মৃতি চাকমা আহত হয়। তার দুই পাজরে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। আহত অবস্থায় তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর বাঘাইছড়ি উপজেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক সমশান্তি চাকমা এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, সরকারের দালাল সন্তু লারমা জনগণের আন্দোলন ধ্বংসের জন্য একের পর এক হামলা, খুন, অপহরণসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। কোন কিছুতে কুলিয়ে উঠতে না পেরে বর্তমানে ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীদের দিয়ে চোরাগোপ্তা হামলার আশ্রয় নিয়েছে। তিনি অবিলম্বে সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দাবি জানান এবং সন্তু লারমার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে গণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আপামর জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

রাঙামাটির লংগদুতে দু'টি ইঞ্জিন চালিত বোটে সেটেলারদের হামলা : আহত ৩

রাঙামাটির লংগদুতে সেটলার কর্তৃক পাহাড়ি যাত্রী বহনকারী দু'টি ইঞ্জিন চালিত বোটে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। আজ ৯ জুলাই সোমবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, সকালে লংগদু হতে পাহাড়ি যাত্রীদের নিয়ে ইঞ্জিন চালিত দু'টি বোট রাঙামাটির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। যাবার পথে সকাল ৯ টায় দিকে লংগদুর ঝুবমুখ-বৈদ্যটিলা নামকস্থানে পৌঁছলে ১০ জন সেটলার যুবক বোট দু'টি আটকিয়ে পাহাড়িদের উপর হামলা চালায় এবং জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। তাদের হামলায় ৪ জন পাহাড়ি মারাত্মক আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। আহতরা হলেন: ১. উৎপল কান্তি চাকমা, পিতা: নরেন্দ্র চাকমা, গ্রাম: চিন্দারাম ছড়া, বাঘাইছড়ি, ২. রিকেন চাকমা,পিতা: সূর্য্য কুমার চাকমা, গ্রাম: সিজকমুখ, বাঘাইছড়ি ৩. দ্রোণাচার্য চাকমা, পিতা: মৃত সুমতি রঞ্জন চাকমা, পলাচিপা, বাঘাইছড়ি। এ সময় সেটলাররা দু'টি বোটের ১১ জন পাহাড়ি যাত্রীর কাছ থেকে ১১ টি মোবাইল সেট, দেড় লক্ষ টাকা ও দেড় ভরি স্বর্ণ ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আহতদের মধ্যে উৎপল চাকমা মাথায় এবং রিকেন চাকমা হাতে কিরিচের কোপে আহত হন। আহতদের লংগদু উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়। এ ঘটনায় পুলিশ এখনো কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

দিঘীনালায় সন্তু গ্রুপের হামলায় জেএসএস(এমএন লারমা) নেতা আহত

খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলার মেরুং ইউনিয়নের চৌধ খামার এলাকায় সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র হামলায় জেএসএস(এমএন লারমা) নেতা প্রীতি খীসা(৪৫) পিতা পূর্ণসুর খীসা আহত হয়েছেন। তিনি দিঘীনালা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সুবির চাকমার জেঠি ভাই এবং জেএসএস(এমএন লারমা) গ্রুপের দিঘীনালা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত ১ জুলাই রবিবার বিকাল ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। মেরুং ইউনিয়নের চৌধ খামার এলাকায় সাংগঠনিক কাজে গেলে তিনি এ হামলার শিকার হন। লংগদু থেকে এসে সন্তু গ্রুপের একদল সশস্ত্র সদস্য এ হামলা চালিয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর পাওয়া গেছে।

খাগড়াছড়িতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের এক কর্মী আহত

খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ভাইবোন ছড়া ইউনিয়নের পাকুজ্যাছড়ির বড়ইতলীতে সন্তু লারমার ভাড়াটিয়া সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গুলিতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের এক কর্মী গুরুতর আহত হয়েছে। তার নাম নিতু চাকমা(নিতুজ্যো) ওরফে মিলন (২৫) পিতা-প্রীতিময় চাকমা, গ্রাম বিয়াংখোট, মহালছড়ি। গত ১১ জুলাই বুধবার সকাল পৌনে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। মিলন চাকমা এ সময় সাংগঠনিক কাজে সেখানে অবস্থান করছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, সকাল আনুমানিক পৌনে ৯টার দিকে দুই জন লোক খাগড়াছড়ি থেকে ভাড়ায় চালিত মোটর সাইকেলে করে জেলা শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার উত্তরে বড়ইতলীর কীর্তিময় চাকমার দোকানের পাশে গিয়ে নামে। তাদেরকে নামিয়ে দিয়ে মোটর সাইকেল চালক পানছড়ির দিকে চলে যায়। এরপর ঐ দুইজন লোক দোকানে গিয়ে সেখানে বসা লোকজনের কাছ থেকে ইউপিডিএফ কর্মীদের খোঁজ করে। দোকানে বসা লোকজন তাদেরকে সাধারণ লোক মনে করে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কর্মী মিলনকে দেখিয়ে দেয়। এরপর তারা মিলনের খোঁজে দশরথ চাকমার বাড়িতে যায়। সেখানে তারা মিলনকে নাগাল পেলে কথা আছে বলে জানায়। মিলন চাকমা দশরথ চাকমার উঠানে বসে তাদের সাথে কথাবার্তা বলার সময় অস্ত্র বের করতে দেখে মিলন চাকমা দৌড় দিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে দ্রুত পূর্ব দিকে পালিয়ে যায়।

সন্ত্রাসীদের গুলিতে মিলন চাকমা গুরুতর আহত হয়। তার বুকের বাম পাশে গুলি বিদ্ধ হয়েছে। তাকে প্রথমে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ও পরে চট্টগ্রামে মেডিক্যালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেয়া হয়।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, সরকারের দালাল সন্তু লারমা জনগণের আন্দোলন ধ্বংসের জন্য একের পর এক খুন, অপহরণসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি সন্তু লারমার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে গণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আপামর জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

লক্ষ্মীছড়িতে বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক দুই গ্রামবাসী অপহৃত

খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার ১নং লক্ষ্মীছড়ি ইউনিয়নের মরাচেঙ্গী মুখ পাড়া ও যতীন্দ্র কার্বারী পাড়া থেকে সেনা-সন্তু মদদপুষ্ট বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীরা দুই গ্রামবাসীকে অপহরণ করেছে। অপহৃত ব্যক্তিরা হলেন জ্যোতিময় চাকমা (৩০) পিতা রাজ কুমার চাকমা ও করুণা চাকমা(৩২) পিতা প্রবীণ চাকমা। গত ৩১ জুলাই মধ্যরাত আনুমানিক ১টার সময় নিজ বাড়ি থেকে সন্ত্রাসীরা তাদের অপহরণ করে।

জানা যায়, লক্ষ্মীছড়ি সেনা জোন থেকে একদল সেনা শ্যামল কান্তি চাকমা, রিপন চাকমাসহ কয়েকজন বোরকা পার্টির সদস্যকে সাথে নিয়ে গাড়ি যোগে মরাচেঙ্গী মুখ পাড়া ও যতীন্দ্র কার্বারী পাড়ায় যায়। সেনারা সেখানে গিয়ে বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীদের নামিয়ে দিয়ে রাস্তায় টহল দেয়। এরপর বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীরা উক্ত দুই নিরীহ গ্রামবাসীকে নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক প্রদীপ চাকমা এক বিবৃতিতে উক্ত দুই নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি অবিলম্বে অপহৃতদের উদ্ধারে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

বরকলে ভূমি দস্যু কতৃক পাহাড়িদের জমি দখলের অভিযোগ

বরকল (রাঙামাটি) প্রতিনিধি

রাঙামাটি জেলার বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নের সুয়ারীপাকা গ্রামের দুটি পাহাড়ি পরিবারের বন্দোবস্তিকৃত জমি এলাকায় চিহ্নিত ভবেশ চন্দ্র দাশ নামে এক ভূমিদস্যু দখল করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জয় কুমার চাকমা ও পূর্ণ কুমার চাকমার জমি দখল করে উল্টো তাদের বিরুদ্ধে জমি দখল ও চুরির অভিযোগ এনে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করে তাদের ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র করছে বলে ভুক্তভোগী ওই দুটি পরিবারের অভিযোগ। মামলাবাজ ও ভূমিদস্যুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পরিবার দুটি দিশেহারা হয়ে পড়েছে। (দৈনিক সমকাল, ১০ জুলাই ২০১২)।

উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নের সুয়ারীপাকা গ্রামের জয় কুমার চাকমার ও পূর্ণ কুমার চাকমার বন্দোবস্তি জমি আইমাছড়া ইউনিয়নের কলাবুনিয়ার চিহ্নিত মামলাবাজ ও ভূমিদস্যু ভবেশ চন্দ্র দাশ জোরপূর্বক দখল করে। দখল করার পর ওইসব জমি কলাবুনিয়ার মো. মন্তাজ, নিজাম, শহিদুল, কামাল ও গোরস্থানের মোতাওলেবের কাছে বিক্রি করে দেয়। এতে জয় কুমার চাকমা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে ভূমিদস্যু ভবেশ চন্দ্র দাশের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন। এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য থানার ওসিকে দায়িত্ব দেন উপজেলা চেয়ারম্যান। পুলিশের উপস্থিতিতে এলাকার মুরুব্বিরা সালিশ কমিটি গঠন করেন। সালিশ কমিটি দুদফা বৈঠকে জয় কুমার চাকমা ও ভবেশ চন্দ্র দাশের মধ্যেকার জমির সীমানা নির্ধারণ করে দিয়ে বিরোধের মীমাংসা করে দেন। ভবেশ চন্দ্র দাশ সালিশ কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও পরে আবার নতুন করে জমি দখল শুরু করে। এতে জমির মালিক জয় কুমার চাকমা ও পূর্ণ কুমার চাকমা বাধা দিলে উল্টো তাদের বিরুদ্ধে জমি দখল ও চুরির মিথ্যা অভিযোগ এনে জজকোর্টে দুটি মামলা করে।

চট্টগ্রামে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক এক নিরীহ ব্যক্তি অপহরণ ও মারধরের শিকার

চট্টগ্রামের বন্দর এলাকায় সন্তু গ্রুপ কর্তৃক প্রেম লাল চাকমা(২৮) নামে এক নিরীহ ব্যক্তিকে অপহরণের পর মারধর করেছে।

গত ৮ জুলাই রবিবার রাত ৮টার দিকে সিকো চাকমা, জীবন চাকমা ও বাবু চাকমার নেতৃত্বে সন্তু লারমা দলের লোকজন বন্দর থানার নিউ মুরিং-এ হামদুনিয়া বিল্ডিং থেকে প্রেম লাল চাকমাকে (বয়স ২৮) অপহরণ করে ব্যারিস্টার কলেজ এলাকায় আধিয়া ভবনে তাদের আস্তানায় নিয়ে যায়। সেখানে তারা তার ওপর সারারাত নির্যাতন চালানোর পর পরদিন সোমবার সকালে তাকে ছেড়ে দেয়। এ সময় সন্ত্রাসীরা তার ও তার স্ত্রীর মোবাইল সেট এবং নগদ ২ হাজার টাকাও কেড়ে নেয়।'

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম চট্টগ্রাম বন্দর থানা শাখার সভাপতি বিজয় চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক টিটো চাকমা এক যুক্ত বিবৃতিতে সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসী কর্তৃক সিইপিজেডে কর্মরত প্রেমলাল চাকমাকে অপহরণ ও মারধরের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

যুব ফোরাম নেতৃদ্বয় অবিলম্বে বন্দর এলাকায় সন্তু লারমার লোকজন পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রেম লাল চাকমার অপহরণকারীদের গ্রেফতারের জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানান।

দিঘীনালায় পিসিপি কর্মীদের ওপর সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র হামলা

খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলা সদরের নারিকেল বাগানের একটি বাড়িতে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি) কর্মীদের উপর সশস্ত্র হামলা হয়েছে। গত ৮ জুলাই রবিবার ভোররাতে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় পিসিপি ৩জন কর্মী ঐ বাড়িতে ঘুমাচ্ছিলেন।

জানা যায়, ভোররাত আনুমানিক ৫টার দিকে সন্তু গ্রুপের ৩ জন সন্ত্রাসী বাড়ির বেড়া কেটে ভিতর ঢুকে পিসিপি কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে তিন পিসিপি কর্মী আহত হয়েছে। আহতরা হলেন, পিসিপি'র দিঘীনালা উচ্চ বিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ও ১০ম শ্রেণীর ছাত্র করেল চাকমা(১৬), পিতা-মুরতি রঞ্জন চাকমা, গ্রাম-শনখোলা পাড়া, দিঘীনালা থানা শাখার সদস্য কনক জ্যোতি চাকমা(১৯), পিতা-মনোরঞ্জন চাকমা, গ্রাম-লাম্বা ছড়া, মেরুং এবং মেরুং ইউনিয়ন শাখার সভাপতি পলাশ চাকমা(১৮), পিতা-উজ্জ্বল কান্তি চাকমা, গ্রাম- জালবান্দা, মেরুং। কনক চাকমা ও পলাশ চাকমার ডান পাজরে এবং করেল চাকমার বাম পায়ের পাতায় গুলিবিদ্ধ হয়। হামলার পর সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ দীঘিনালা থানা শাখার সভাপতি রজেন্টু চাকমা এক বিবৃতিতে ঘুমন্ত পিসিপি সদস্যদের ওপর সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে পিসিপি নেতা অবিলম্বে হামলাকারী সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার দাবি জানান।

রাঙামাটির ভেদভেদী এলাকায় এক পাহাড়ি নারীকে ধর্ষণের পর কুপিয়ে হত্যা

রাঙামাটির ভেদভেদী এলাকার উলু ছড়ায় বলি মিলা চাকমা (৩৫) নামে একজন পাহাড়ি নারীকে ধর্ষণের কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। সে বরকল উপজেলার ৪নং ভূষণ ছড়া ইউনিয়নের সুগরি পাদা ছড়া গ্রামের বাসিন্দা দুর্গ চাকমার স্ত্রী। গত ৭ জুলাই শনিবার বিকালের দিকে এ ঘটনা ঘটে।

সূত্র জানায়, বলি মিলা চাকমার মেয়ে ভেদভেদী এলাকার উলু ছড়ায় এক আত্মীয়ের বাসায় থেকে রাঙামাটি শহরে পড়াশুনা করছে। তার মেয়েকে খবর দিতে এবং ডাক্তার দেখানোর জন্য বলি মিলা চাকমা রাঙামাটি শহরের ভিতর উলুছড়ির আত্মীয়ের বাড়িতে আসেন। ঘটনার দিন বিকালের দিকে পানি আনতে তিনি পাশ্ববর্তী ছড়ায় যান। দীর্ঘক্ষণ পরও বাড়িতে ফিরে না আসায় তার আত্মীয়ের বাড়ির লোকজন খোঁজাখুজির পর ছড়ার পাশে তার লাশ দেখতে পান। পরে তারা পুলিশকে খবর দিলে বিকাল আনুমানিক ৪টার দিকে গলাকাটা অবস্থায় পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। তাকে কুপিয়ে হত্যার পর লাশ ফেলে রেখে দুষ্কৃতিকারীরা পালিয়ে যায়। তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে এ হত্যা মামলার প্রধান আসামী পুলিশ মো: সোহেল(২৪) নামে এক যুবককে গেফতার করেছে।

আপনার এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যেমন নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, বেআইনী আটক, শারীরিক নির্যাতন, হয়রানি, হামলা, ভূমি বেদখল ইত্যাদি ঘটলে আমাদেরকে তথ্য জানান।

দিঘীনালায় ইউপিডিএফ সংগঠক গ্রেফতার, পরে জামিনে মুক্তি লাভ

খাগড়াছড়ির দিঘীনালায় ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর এক সংগঠককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পরে তিনি জামিনে মুক্তি পান।

গ্রেফতারকৃত ইউপিডিএফ সংগঠকের নাম জনপ্রিয় চাকমা (৪০), পিতা বীরেন্দ্র লাল চাকমা, গ্রাম দুলছড়ি ডিপি পাড়া, বাবুছড়া, দিঘীনালা। গত ২৪ জুন, রবিবার বিকাল ৫টার সময় নিজ বাগান থেকে কাজ শেষে ফেরার পথে দিঘীনালা থানা বাজার থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। তিনি ২০০৮ সালে জেএসএস(সন্তু)-এর পক্ষ ত্যাগ করে ইউপিডিএফ-এর যোগদান করেছিলেন। গ্রেফতারের পর পুরোনো কিছু মামলায় দিঘীনালা থানা পুলিশ তাকে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়।

দীর্ঘ দুই মাসের অধিক কারাভোগের পর গত ২৯ জুলাই তিনি জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। খাগড়াছড়ি জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো: আমিনুল ইসলাম তার জামিন মঞ্জুর করেন। এ্যাডভোকেট আশুতোষ চাকমা তার মামলার কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

পানছড়িতে সেটলার কর্তৃক প্রতিবন্ধী এক পাহাড়ি কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা

খাগড়াছড়ির পানছড়িতে সেটলার কর্তৃক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এক পাহাড়ি কিশোরীকে(১৫) ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। গত ১১ জুলাই সকালের দিকে পানছড়ি সদর ইউনিয়নের নাপিতা পাড়ায় এ ঘটনা ঘটেছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ঘটনার দিন সকাল আনুমানিক ১১টার দিকে পানছড়ি সদর ইউনিয়নের পাইলট ফার্ম থেকে মো: শহীদুল ইসলাম ওরফে ফরলা (৪৫) পীং আলী হোসেন নামে এক কলাছড়া বহনকারী শ্রমিক নাপিতা পাড়ার বাসিন্দা ধন্ন চাকমার বাড়িতে যায়। এ সময় বাড়ির সবাই কাজে যাওয়ায় ঐ কিশোরী একাই বাড়িতে ছিলেন। শহীদুল প্রথমে তার কাছ থেকে পানি খুঁজে। কিশোরীটি তাকে পানি দিতে গলে শহীদুল তার হাত চেপে ধরে এবং বাড়ির বাইরে টেনে নেয়ার চেষ্টা করে। এ সময় কিশোরীটি চিৎকার দিলে আশে-পাশের লোকজন ছুটে এসে শহীদুলকে ধরে ফেলে এবং কিছু উত্তম মধ্যম লাগিয়ে দেয়। পরে এ বিষয়টি স্থানীয় মেম্বারের উপস্থিতিতে শহীদুলকে ১,৫০০ টাকা জরিমানা করে মুচলেকা নিয়ে সমাধা করে দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

সুবলং থেকে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক পাড়া প্রধানসহ দুই ব্যক্তি অপহৃত

রাঙামাটি জেলার সুবলং থেকে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক পাড়া প্রধানসহ দুই ব্যক্তিকে অপহরণ করা হয়েছে। তারা হলেন সুবলং ইউনিয়নের ছাক্কা ছড়া মৌজার পানছড়ি মোন পাড়ার বাসিন্দা ও পাড়া প্রধান(কার্বারী) শান্তি ময় চাকমা (৪২) ও বিলাস চাকমা(৩২)।

গত ১৩ জুলাই শুক্রবার সুবলং বাজারের হাটের দিন হওয়ায় তারা নিজ বাড়ি থেকে সকালে বাজারে এসেছিলেন। বাজার থেকে সওদা করে ফেরার পথে তাদেরকে অপহরণ করা হয়।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর রাঙামাটি জেলা ইউনিটের সংগঠক সচল চাকমা এক বিবৃতিতে এ অপহরণ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন।

তিনি অবিলম্বে অপহৃতদের উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

৩য় বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা ॥ ৫ আগস্ট ২০১২ ॥

জাতীয় ডাক

খাগড়াছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক তিন ইউপিডিএফ সদস্য গ্রেফতার

খাগড়াছড়ি উপজেলা সদরের ১নং খাগড়াছড়ি ইউনিয়নের গোরগোজ্যাছড়ি গ্রাম থেকে তিন ইউপিডিএফ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে সেনাবাহিনী। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, রকেট চাকমা(৩০) পিতা বসন্ত চাকমা, রাপ্রু মারমা(২০) পিতা রেলাক মারমা ও লোকেন্দ্র চাকম (১৮) পিতা অশোক চন্দ্র চাকমা, গ্রাম ছোট হাজাছড়া মেরুং। এর মধ্যে লুকেন্দ্র চাকমা(রূপেন্দু) পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মেরুং ইউপি শাখার সাধারণ সম্পাদক ও ছোট মেরুং উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র। ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক কালোপ্রিয় চাকমা এক বিবৃতিতে অবিলম্বে আটককৃতদের মুক্তি দেয়ার দাবি জানান। তিনি বলেন তাদেরকে অন্যায়ভাবে ও বিনা অপরাধে আটক করা হয়েছে। জানা যায়, গত ১৬ জুলাই সোমবার ভোর ৫টার সময় বিজিতলা আর্মি ক্যাম্প থেকে একদল সেনা গোরগোজ্যাছড়ি গ্রামে হানা দেয়। সেনারা সেখানে দুটি বাড়ি থেকে উক্ত তিন ইউপিডিএফ সদস্যকে গ্রেফতার করে। সকাল ৮টা পর্যন্ত সেনারা সেখানে অবস্থান করে গ্রামের বেশ কয়েকটি বাড়িতে তলাশি চালায়।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক গোরগোজ্যাছড়ি গ্রামের এক ব্যক্তি জানান, 'ভোর আনুমানিক ৫টার সময় আর্মিরা এসে প্রথমে গ্রামের চারিদিক ঘিরে ফেলে। পরে দু'টি বাড়ি থেকে আর্মিরা তিন ইউপিডিএফ সদস্যকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর আর্মিরা তাদের বেদম মারধর করে। প্রায় আড়াই ঘন্টার মতো আর্মিরা ওই দু'টি বাড়িতে তলাশি চালায়। তবে তারা বেআইনী কোন কিছু পায়নি। গ্রামের বেশ কয়েকটি বাড়িতেও তলাশি চালিয়ে জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়া হয়। পরে আর্মিরা ইউপিডিএফ সদস্যদের নিয়ে ক্যাম্পে চলে যায়।

রামগড়ে ভূমি বেদখল প্রসঙ্গে

১ম পাতার পর

কোন উক্তি করেনি। তাই এতে উক্ত আওয়ামী লীগ নেতার মাথা ব্যথার কোন কারণ থাকার কথা নয়।

ভূমির মালিক পূর্ণ চন্দ্র চাকমার কাছ থেকে ১৯৮৪-৮৫ সালে জনৈক সেটলার জমি ক্রয় করেছেন বলে জাহেদুল আলম যে দাবি করেছেন বাস্তবতা তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় না উল্লেখ করে তারা আরো বলেন, 'যদি উক্ত জমি সত্যিই ক্রয় করা হয়ে থাকে, তাহলে গত ২৮ বছরে দখল নেয়া হয়নি কেন বা এ ব্যাপারে কোন প্রকার মালিকানা দাবি করা হয়নি কেন? আসলে উক্ত জমি ক্রয় করা হয়েছে, নাকি অন্য উপায়ে সহজ সরল ও অশিক্ষিত পূর্ণ চন্দ্র চাকমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে তা বিবেচনা করার এক্তিয়ার একমাত্র আদালতের। আর বিজিবির হাসপাতাল নির্মাণের তথ্য দিয়ে কী বোঝাতে চাওয়া হয়েছে? যে জায়গায় উক্ত হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে তা পূর্ণ চন্দ্র চাকমার বেদখল হওয়া জমি থেকে কমপক্ষে আড়াই কিলোমিটার দূরে খাগড়াছড়ি - চট্টগ্রাম সড়কের পাশে শহীদ লে: ক: মুশফিক আহমেদ কেজি স্কুলের পাশে। তাই প্রশ্ন হলো, কেন বিজিবি পিলাভাঙ্গা গ্রামে অস্থায়ী ক্যাম্প নির্মাণ করে ভূমি বেদখল ও সেটলার পুনর্বাসনে সহায়তা দিচ্ছে? হাসপাতাল নির্মাণের সাথে পিলাভাঙ্গায় ক্যাম্প করে থাকার সম্পর্ক কি? তাদের কাজ সীমান্ত রক্ষা নাকি ভূমি বেদখলে অন্যকে সাহায্য করা?'

নেতৃবৃন্দ জাহেদুল ইসলামকে অন্যের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, যদি তিন গণতান্ত্রিক সংগঠনের সড়ক অবরোধ কর্মসূচিকে ঘিরে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তাহলে তার জন্য তিনিই দায়ি থাকবেন।

তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে পূর্ণ চন্দ্র চাকমার জমি বেদখলমুক্ত ও পিলাভাঙ্গা থেকে বিজিবির অস্থায়ী ক্যাম্প সরিয়ে নেয়ার দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন এবং বলেন, এই ন্যায্য দাবি মেনে না নেয়া হলে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

দৈনিক ইত্তেফাকে অপহৃত কল্পনা চাকমা

১ম পাতার পর

ইউপিডিএফের সাথে সংশ্লিষ্ট উক্ত দুই নেত্রী আরো বলেন, সেনাবাহিনী কল্পনা চাকমার অপহরণের সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতা ধামাচাপা দেয়ার জন্য শুরু থেকে কতিপয় ভাড়াটিয়া সাংবাদিক ও তথাকথিত মানবাধিকার সংগঠন দিয়ে মিথ্যাচার করে আসছে। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের কল্পনা চাকমার অপহরণ ঘটনাকে কখনো অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌসের সাথে তার প্রেমঘটিত ব্যাপার, কখনো কল্পনা চাকমা ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর দিয়ে বৈধভাবে দেশের বাইরে গেছেন, কখনো তাকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের গন্ডাছড়ায় পাওয়া গেছে, কখনো অধুনালুপ্ত শান্তিবাহিনী তাকে লুকিয়ে রেখেছে বলে সেনাবাহিনী ও তাদের ভাড়াটিয়া বাহিনীর পক্ষ থেকে অপপ্রচার চালানো হয়েছে।

এইচ.ডব্লিউ.এফ নেত্রীদ্বয় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, ভারতীয় যুব কংগ্রেস কর্মী অরুণ বিকাশ চাকমা বা অন্য কোন ভারতীয় নাগরিকের সাথে কল্পনা চাকমার প্রেমের সম্পর্ক অবাস্তব ও কল্পনাপ্রসূত। তারা প্রশ্ন করে বলেন, প্রতিবেদক আবুল খায়ের যদি কল্পনা চাকমার ব্যক্তিগত বিষয় পর্যন্ত অবগত হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি এই প্রেমের সম্পর্কের কোন ধরনের প্রমাণ তার রিপোর্টে উল্লেখ করেননি কেন? তিনি যদি কল্পনা চাকমাকে অপহরণ করা হয়নি বলে এতই নিশ্চিত হন, তাহলে তিনি ঘটনার পর ব্যাপক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মুখে সরকার কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের দাবি করছেন না কেন, সরকারই বা তা প্রকাশ করছে না কেন?

কল্পনা চাকমা কয়েক দফা নিজ এলাকায় আসার চেষ্টা করেছেন - আবুল খায়েরের এমন দাবিকে 'চরম মিথ্যাচার' ও 'স্বপ্নে পাওয়া তথ্য' বলে উড়িয়ে দিয়ে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃদ্বয় প্রশ্ন রাখেন, নিজ এলাকায় আসতে কল্পনা চাকমার চেষ্টায় সন্ত্রাসীরা যখন বাধা দিচ্ছিল, তখন গোয়েন্দারা কোথায় ছিলেন এবং কবে, কখন ও কিভাবে কল্পনা চাকমা আসার চেষ্টা করেছিলেন রিপোর্টে তার উল্লেখ করা হয়নি কেন?

নেতৃদ্বয় প্রশ্ন করেন, 'ঐ নেত্রী নিজে নানা ঘটনার সঙ্গে জড়িত' এই কথা বলে আবুল খায়ের কী ইঙ্গিত করতে চান? তারা বলেন, কল্পনা চাকমার চরিত্রের ওপর কলংক লেপনের অপচেষ্টা করে আবুল খায়ের তার বিকৃত, কদর্য ও ঘৃণ্য মানসিকতারই পরিচয় দিয়েছেন।

তারা আবুল খায়েরকে হলুদ সাংবাদিকতা পরিহার করে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে সচেষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেন।

খাগড়াছড়িতে ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের বহিষ্কারের দাবিতে মানববন্ধন

খাগড়াছড়ি শহরের এপিবিএন উচ্চ বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত একই বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক মো: কামাল উদ্দিনকে স্কুল থেকে স্থায়ী বহিষ্কার ও শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী ও অভিভাবকবৃন্দ। খাগড়াছড়ি শহরের মধুপুর বাজারে গত ২৬ জুলাই সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বিমল কান্তি চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন নমিতা চাকমা, লালসা চাকমা, নমিতা ত্রিপুরা, সৌরভ তালুকদার, চাইহ্লাপ্রু মারমা ও হারিশ সওদাগর প্রমুখ।

বক্তারা অবিলম্বে কামাল উদ্দিনকে স্কুল থেকে স্থায়ী বহিষ্কার ও শাস্তির দাবি জানান। মানববন্ধন শেষে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীর নিকট তারা একটি স্মারকলিপিও প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, গত ১১ মে মো: কামাল উদ্দিন এপিবিএন উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্রীকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দাগিয়ে দেয়ার নাম করে তার ৯ম পাতায় দেখুন

রামগড়ের পিলাভাঙায় পাহাড়ি ব্যক্তির জমি

১ম পাতার পর

২৫৭ নং নাভাঙ্গা মৌজার পিলাভাঙ্গা গ্রামে বিজিবির সহায়তায় সেটলার কর্তৃক পাহাড়িদের আনুমানিক ১০একর জমি বেদখলের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ইউপিডিএফ নেতা অবিলম্বে উক্ত বেদখলকৃত জমি মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বহিরাগত সেটলার পুনর্বাসন বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। তা না হলে জনগণকে নিয়ে কঠোর কর্মসূচী দেয়া হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ

রামগড়ের পিলাভাঙ্গা গ্রামে বিজিবি কর্তৃক জমি বেদখল করে সেটলার পুনর্বাসনের প্রতিবাদে খাগড়াছড়ি, গুইমারা ও ঢাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন যৌথভাবে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে।

খাগড়াছড়ি জেলা সদরের মহাজন পাড়া থেকে বিকাল ৩টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার, উপজেলা পরিষদ হয়ে স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল পরবর্তী সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি নিকোলাস চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উমেশ চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মন্ত্রী চাকমা।

অন্যদিকে, গুইমারা বাজারের কালি মন্দিরের সামনে থেকে বেলা ২টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদর্শন করে গুইমারা হাসপাতালে গেটে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা, মাটিরাঙ্গা কলেজ শাখার সভাপতি অংকন চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য নন্দা চাকমা।

এসব সমাবেশ থেকে অবিলম্বে পিলাভাঙ্গা গ্রামে জমি বেদখল ও সেটলার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বন্ধ করার জোর দাবি জানানো হয়।।

এদিকে পিলাভাঙ্গা গ্রামে ভূমি বেদখল ও সেটলার পুনর্বাসন বন্ধের দাবিতে পূর্ণচন্দ্র চাকমা ও এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে গত ২ জুলাই খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের বরাবরে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। উক্ত স্মারকলিপিতে তারা অবিলম্বে পিলাভাঙ্গা গ্রামে বেআইনী সেটলার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বন্ধ করা, পূর্ণচন্দ্র চাকমার রেকর্ডিয় ও ভোগদখলীয় জমি থেকে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা ও পিলাভাঙ্গা থেকে বিজিবি ক্যাম্প সরিয়ে নেয়া এবং সেটলার কর্তৃক বেদখলকৃত সকল জমি পাহাড়িদের প্রথাগত নিয়মানুসারে ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন পাতাছড়া ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের মেম্বার মালেন্দ্র চাকমা, ২নং হাফছড়ি ইউনিয়নের মেম্বার বিভু কুমার চাকমা, পূর্ণচন্দ্র কার্বারী, প্রতাপ সিং চাকমা ও মংথোইপ্রু মারমা প্রমুখ।

তিন উপজেলায় অর্ধ দিবস সড়ক অবরোধ

রামগড়ের পাতাছড়া ইউনিয়নের পিলাভাঙ্গা গ্রামে পূর্ণচন্দ্র চাকমার রেকর্ডিয় ও ভোগদখলীয় ১০ একর জমি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কর্তৃক জবরদখল ও বেআইনী সেটলার পুনর্বাসনের প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ডাকে গত ৪ জুলাই বুধবার খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা, রামগড় ও মানিকছড়ি উপজেলাসহ খাগড়াছড়ি-ঢাকা ও খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম সড়কে অর্ধ দিবস অবরোধ সর্বাত্মকভাবে পালিত হয়েছে। সকাল ৬টা থেকে অবরোধ শুরু হয়ে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়।

অবরোধ চলাকালে মাটিরাঙ্গা, রামগড় ও মানিকছড়ি উপজেলার অভ্যন্তরীণ সড়কে কোন যান চলাচল করেনি এবং খাগড়াছড়ি থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে কোন যান ছেড়ে যায়নি।

সড়ক অবরোধ কর্মসূচি বানচাল করতে সেনাবাহিনী ব্যাপক তৎপরতা চালায়। ভোর থেকে সেনারা মাটিরাঙ্গা, রামগড় ও মানিকছড়ি উপজেলার বিভিন্ন রাস্তায় ও জঙ্গলে অবস্থান নিয়ে পিকেটিংয়ে বাধা দেয় এবং ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও ধরপাকড় করে। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মাটিরাঙ্গার বাইল্যাছড়ি দোকান থেকে সেনারা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মাটিরাঙ্গা থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবীর ত্রিপুরা, গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক উৎপল কান্তি ত্রিপুরা ও মাটিরাঙ্গা ভোকেশনাল স্কুল কমিটির সদস্য কীর্তি বিকাশ ত্রিপুরাকে আটক করে। পরে সন্ধ্যায় গুইমারা থানা থেকে কীর্তি বিকাশ ত্রিপুরা ও উৎপল কান্তি ত্রিপুরাকে ছেড়ে দেয়া হলেও প্রবীর ত্রিপুরাকে ছেড়ে না দিয়ে ৫৪ ধারায় আটক দেখিয়ে পরদিন খাগড়াছড়ি জেলা আদালতে পাঠানো হয়। অবশ্য আদালত থেকে তিনি জামিনে মুক্তি পান।

অন্যদিকে খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী লীগ দখলদারদের পক্ষ নিয়ে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি বানচাল করে দেয়ার চক্রান্ত চালায়। ৩ জুলাই রাত ৭টার দিকে খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহেদুল আলম এক সংবাদ ব্রিফিং-এ সড়ক অবরোধ কর্মসূচির 'দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে' বলে হুমকি দেয়।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান এক যুক্ত বিবৃতিতে শান্তিপূর্ণ সড়ক অবরোধ কর্মসূচিতে সেনাবাহিনীর বাধা প্রদানের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তারা বলেন, গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে সেনাবাহিনী কর্তৃক বাধা প্রদান করে সরকার স্বৈরতান্ত্রিক আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। এ ধরণের আচরণ পরিহার করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নেতৃবৃন্দ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁরা পিলাভাঙ্গা গ্রামে জমি জবরদখল ও সেটলার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া অচিরেই বন্ধ করা না হলে আবারো বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

নেতৃবৃন্দ অর্ধ দিবস সড়ক অবরোধ সফল করায় সকল যান মালিক সমিতি ও জনগণের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁরা অবিলম্বে পূর্ণচন্দ্র চাকমার জমি বেদখলমুক্ত করা, পিলাভাঙ্গা থেকে বিজিবি ক্যাম্প সরিয়ে নেয়া, পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল বন্ধ করা, পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি ও আটককৃত প্রবীর ত্রিপুরাকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়ার জোর দাবি জানান।

বান্দরবানের থানচিতে ভূমি অধিগ্রহণ

২য় পাতার পর

খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

গত ২৩ জুলাই সোমবার বিকাল সাড়ে ৩টায় খাগড়াছড়ি শহরের মহাজন পাড়াস্থ সূর্যশিখা ক্লাবের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যসিং মারমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা ও খাগড়াছড়ি কলেজ শাখার সভাপতি বিপুল চাকমা। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উমেশ চাকমা সমাবেশ পরিচালনা করেন।

বক্তারা অবিলম্বে থানচি বাস স্টেশন এলাকায় বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে পাহাড়ি উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র বন্ধ করার দাবি জানান। অন্যথায় আবারো বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

দিঘীনালায় পিসিপি কর্মীদের ওপর সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র হামলা ও রাঙামাটিতে পাহাড়ি নারীকে হত্যার প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ

খাগড়াছড়ির দিঘীনালায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মীদের ওপর গ্রুপের সশস্ত্র হামলা, রাঙামাটিতে পাহাড়ি নারীকে হত্যার প্রতিবাদে খাগড়াছড়ি সদর, পানছড়ি, দিঘীনালা ও মহালছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৮ জুলাই পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম যৌথভাবে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

খাগড়াছড়ি সদর : খাগড়াছড়ি জেলা সদরের মহাজন পাড়া থেকে বিকাল ৩টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার, উপজেলা পরিষদ হয়ে স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল পরবর্তী সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যাজাই মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উমেশ চাকমা। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি কলেজ শাখার সভাপতি বিপুল চাকমা উপস্থাপনা করেন।

দিঘীনালায় পিসিপি কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে তিন সংগঠনের বিক্ষোভ

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সন্তু লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চায় না বলেই ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী সংগঠন সমূহের ওপর একের পর এক সশস্ত্র হামলা পরিচালনা করছেন। সরকার ও সেনাবাহিনীর ছত্র ছায়ায় থেকে সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র সদস্যরা খুন-খারাবির কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।

বক্তারা আরো বলেন, সরকার একদিকে চুক্তি বাস্তবায়ন ও ভূমি অধিকারের কথা বলছে, অপরদিকে সন্তু লারমাকে উস্কে দিয়ে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতকে দীর্ঘায়িত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। সরকারের এই দ্বৈত নীতির বিরুদ্ধে সকলকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।

বক্তারা খুন-খারাবির রাজনীতি ও ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য সন্তু লারমার প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী ধর্ষণ, হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাহাড়ি নারীরা কোথাও আজ নিরাপদ নয়। রাঙামাটি এবং খাগড়াছড়িতে পরপর দু'জন নারীকে হত্যা করা হয়েছে। প্রশাসনের নাকের ডগায় এসব হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ না করার ফলে এ ধরনের নৃশংস ঘটনা ঘটেই চলেছে।

বক্তারা অবিলম্বে দিঘীনালায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মীদের ওপর সশস্ত্র হামলার সাথে জড়িত সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সদস্যদের এবং রাঙামাটিতে পাহাড়ি নারীকে হত্যার সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

দিঘীনালা : সকাল ১১টায় দিঘীনালা উপজেলা সদরের ইউপিডিএফ অফিস থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে উপজেলা পরিষদ এলাকা ঘুরে লারমা স্কোয়ারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা থানা শাখার সভাপতি রাজেশ্রী চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর দিঘীনালা ইউনিটের সংগঠক কিশোর চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক রোমিন চাকমা, দিঘীনালা উপজেলা শাখার সহ সভাপতি জীবন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের দিঘীনালা থানা শাখার সদস্য কেয়া চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা থানা শাখার সদস্য রূপেন চাকমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক মিটুন চাকমা। মিছিল ও সমাবেশ পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমন্ত চাকমা।

পানছড়ি : পানছড়ি উপজেলার কলেজ গেট থেকে দুপুর ২টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে পানছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে বাস টার্মিনালে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল পরবর্তী সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিবর্তন চাকমার সভাপতিত্বে সেখানে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি তরুণ চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক পরম বিকাশ ত্রিপুরা। সুমেধ চাকমা সমাবেশে উপস্থাপনা করেন।

মহালছড়ি : দুপুর ১টায় মহালছড়ি কলেজ মাঠ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে উপজেলার সড়ক ও জনপদ বিভাগের মাঠে গিয়ে শেষ হয়। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মহালছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি উথোয়াই মারমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মহালছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক রতন স্মৃতি চাকমা এতে বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া রাঙামাটির বাঘাইছড়িতেও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিকাল সাড়ে ৩টায় বাঘাইছড়ি উপজেলা মাঠ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে উপজেলার চৌমুহনী এলাকা ঘুরে শাপলা চত্বরে গিয়ে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নেতা অরুণ চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আসেন্দু চাকমা।

বক্তারা অবিলম্বে পিসিপি কর্মীদের ওপর সশস্ত্র হামলার সাথে জড়িত সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানান।

উল্লেখ্য, ৮ জুলাই রবিবার ভোর রাত আনুমানিক ৩টার সময় সন্তু গ্রুপের তিন জন সন্ত্রাসী দিঘীনালা উপজেলা সদরের নারিকেল বাগানের একটি বাড়ির বেড়া কেটে ঢুকে ঘুমন্ত পিসিপি কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে তিন পিসিপি কর্মী আহত হয়েছে। আহতরা হলেন, পিসিপি'র দিঘীনালা উচ্চ বিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ও ১০ম শ্রেণীর ছাত্র রুবেল চাকমা (১৬), দিঘীনালা থানা শাখার সদস্য কনক জ্যোতি চাকমা (১৯) ও মেরুং ইউনিয়ন শাখার সভাপতি পলাশ চাকমা (১৮)। কনক চাকমা ও পলাশ চাকমার ডান পায়ে এবং রুবেল চাকমার বাম পায়ের পাতায় গুলিবিদ্ধ হয়।'

আইসিআইপি-সিএইচটি নামে প্রবাসী জুম্মদের নতুন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বিভিন্ন দেশে প্রবাসী জুম্মদের উদ্যোগে ইন্ডিজেনাস কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিজেনাস পিপলস অব চিটাগাং হিলট্র্যাক্টস (আইসিআইপি-সিএইচটি) নামের একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। গত ২১ ও ২২ জুলাই দুইদিন ব্যাপী থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই শহরে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে এ সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হয়।

সম্মেলনে কানাডা প্রবাসী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক অধ্যাপক অমিয় কুমার দেওয়ানকে প্রধান করে আইসিআইপি-সিএইচটির ১১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় কাজ করা এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য। এছাড়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রগতিশীল স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও নেটওয়ার্কের সাথে এ সংগঠন মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তুলবে বলে সংগঠনের প্রকাশনা ও মিডিয়া শাখার সদস্য কবিতা চাকমার স্বাক্ষরে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

সম্মেলনে এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইওরোপ, উত্তর আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী প্রবাসী জুম্মরা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও মানবাধিকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে কাজ করা বিশ্বের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা পর্যবেক্ষক হিসেবে এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে কল্পনা চাকমার পরিবার

গত ৫ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামে 'পাহাড়ে সন্ত্রাসী তৎপরতা বাড়ছে' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে লে. ফেরদৌস কর্তৃক অপহৃত কল্পনা চাকমা সম্পর্কিত অংশের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে কল্পনা চাকমার পরিবার। কল্পনা চাকমার বড় ভাই কালি চরণ চাকমার স্বাক্ষরিত ইত্তেফাক পত্রিকায় পাঠানো এক প্রতিবাদ লিপিতে বলা হয়, কল্পনা চাকমাকে নিয়ে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। গোয়েন্দা সংস্থার বরাত দিয়ে যে সংবাদটা প্রকাশ করা হয়েছে সেটা মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক।

প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে কল্পনা চাকমার পরিবারের পক্ষ থেকে আরো বলা হয়, ১৯৯৬ সালে রাতের আঁধারে উগলছড়ি আর্মি ক্যাম্প কমান্ডার লে. ফেরদৌস কল্পনা চাকমাকে অপহরণ করে নিয়ে যান। তারপর তাকে নিয়ে প্রতিবাদ ও তোলপাড় সৃষ্টি হলে সরকার কল্পনা চাকমা সন্ধানদাতাদের ৫০ হাজার টাকা ঘোষণা করে।

প্রতিবাদ লিপিতে বলা হয়, প্রকশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে কল্পনা চাকমা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছে। কল্পনা চাকমা যদি ভারতে থেকে থাকে তাহলে সরকার কেন আনার ব্যবস্থা করছে না। গোয়েন্দারা যদি জেনে থাকে কল্পনা চাকমা ভারতে রয়েছেন তাহলে সরকার কেন পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এ ধরনের মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদকের বরাবরে লেখা চিঠিতে বলা হয়, আমরা দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, দীর্ঘ ১৬ বছর পরও আমাদের আদরের কল্পনা চাকমাকে কোন খোঁজ পেলাম না। কোন বিচার কিংবা তদন্ত প্রতিবেদন পাইনি। আমরা প্রকাশিত সংবাদটা পেয়ে খুবই মর্মাহত। যে বাড়িতে একজন বোন বা মেয়ে হারিয়ে যায়, সেই বাড়ির লোকজন জানে কত বেদনা। একদিন হলো কল্পনা হারিয়ে গেছে, খোঁজ না পেয়ে বেদনাভরা জীবন নিয়ে আমরা বেঁচে আছি।

রামগড়সহ পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে ঢাকায় বিক্ষোভ

সরকারী বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। গত ৩ জুলাই মঙ্গলবার দুপুর ১:৩০ টার সময় মিছিলটি মধুর ক্যান্টিন থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। এরপর ঢাবি লাইব্রেরী চত্বরে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান এবং বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য মিনহাজ আহমেদ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ রামগড়ে বিজিবির সহায়তায় পাহাড়ি জমি দখল করে সেটেলার ৪৫ পরিবার বাঙালি পরিবারকে পুনর্বাসন প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে বিজিবি-র এ ধরনের কার্যক্রম বন্ধ করার আহ্বান জানান। রাষ্ট্রীয় বাহিনী বিজিবির এধরণের কাজকে খুবই দুঃখজনক মন্তব্য করে নেতৃবৃন্দ বলেন, ভূমি বিরোধ বা ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর এবং বিচারালয় রয়েছে, বিজিবি-র কাজ ভূমি সমস্যা সমাধান করা নয় বরং সীমান্ত পাহারা দেয়াই তাদের কাজ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার বা রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক এবং তাদের সহযোগিতা পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের হাজার হাজার একর জায়গা দখল করা হয়েছে এবং এখনো এ দখল প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। শুধুমাত্র বান্দরবান জেলাতেই সেনাবাহিনী শত শত মুরং-মারমা জাতিসত্তার পরিবারকে উচ্ছেদ করে সেনা গ্যারিসন স্থাপনের জন্য ৯,৫৬০ একর জায়গা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন জায়গায় আর্মি ক্যাম্প স্থাপনের জন্য সেনাবাহিনী শত শত একর জায়গা দখল করেছে। সেনবাহিনী যেখানেই ক্যাম্প স্থাপন করেছে সেখানেই তার আশেপাশে জুম্ম জনগণের হাজার হাজার একর জায়গা সেটলার বাঙালীরা দখল করেছে।

রাষ্ট্রীয় এবং সরকারী বাহিনীর সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় জুম্ম জনগণের দখলকৃত জায়গা স্ব স্ব মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য নেতৃবৃন্দ সমাবেশ থেকে অনুরোধ জানান। নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে জুম্ম জনগণের জমি বেদখলের কাজে ব্যবহার করার তীব্র সমালোচনা করেন এবং সরকারের প্রতি অবিলম্বে এর প্রতিবিধানের দাবি জানান। তারা অবিলম্বে জুম্ম জনগণের দখলকৃত জায়গা ফেরত প্রদান সহ পার্বত্য জুম্ম জনগণের প্রথাগত ভূমি অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানান।

রামগড়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই

১ম পাতার পর

গ্রেফতারের পর তাদের হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে পরদিন সকালে গুইমারা থানায় হস্তান্তরের মাধ্যমে মিথ্যা অস্ত্র মামলা দিয়ে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত গুইমারা থানার মামলা নং-০১/০৭/০৭/১২, ধারা-১৮৭৮ সনের অস্ত্র আইনের ১৯(ক)।

গত ৬ জুলাই শুক্রবার মধ্যরাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার সময় গুইমারা সাবজোন কমান্ডার মেজর সাক্কাতের নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য ছোট কালাপানি গ্রামে হানা দিয়ে নিবারণ চাকমা ওরফে বাবলুর বাড়ি ঘেরাও করে। সেখান থেকে তারা ইউপিডিএফ'র উক্ত দুই সদস্যকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এ সময় তারা সেখানে রাত্রি যাপন করছিলেন।

এছাড়া সেনা সদস্যরা নিবারণ চাকমার বাড়ির পার্শ্ববর্তী শচীন্দ্র চাকমার বাড়িতেও তল্লাশি চালায় এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের গুইমারা থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক চিত্রজ্যোতি চাকমাকে আটক করে। সাংগঠনিক কাজে তিনি সেখানে অবস্থান করছিলেন। তবে কিছুদূর নিয়ে যাওয়ার পর তাকে রাস্তা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। সেনারা তাকে গ্রেফতারকৃত ইউপিডিএফ সদস্যদের মুক্তির দাবিতে মিছিল-মিটিং না করতে নির্দেশ দেয়। যদি তাদের কথা অমান্য করে মিছিল মিটিং করা হয় তাহলে তাকেও গ্রেফতার করা হবে বলে হুমকি দেয়।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) রামগড় ইউনিটের সংগঠক অপু ত্রিপুরা এক বিবৃতিতে দুই ইউপিডিএফ সদস্যকে গ্রেফতারের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে তাদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছেন।

তিনি বলেন, সম্প্রতি রামগড়ের শিলাছড়া গ্রামে ভূমি বেদখলের প্রতিবাদ করায় তাদেরকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ইউপিডিএফ নেতা বলেন, রামগড়ে ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে চলমান গণ আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে উক্ত দুই ইউপিডিএফ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু গ্রেফতার, মিথ্যা মামলা দিয়ে অতীতে যেমন আন্দোলনকে ধ্বংস করা যায়নি, ভবিষ্যতেও যাবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সম্পাদকীয়

৩য় বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা ॥ ৫ আগস্ট ২০১২

খেলাধুলা-নাচগানে কি চুক্তি বাস্তবায়ন হবে?

পাশা খেলায় রাজপুত্র যুধিষ্ঠির-এর রাজ্য হারানোর কাহিনী মহাভারতে বর্ণিত আছে, এখনও বয়স্ক লোকজন তা উদ্ধৃত করে থাকেন। শুধু মহাভারতে কেন অতীতের বিভিন্ন রাজ্য দখল ও রাজশক্তির পতন ঘটাতে প্রতিপক্ষ আশ্রয় নিয়েছে নানা ছলাকলার। রকমারি খানাপিনা, সুরা ও নাচগানে মশগুল রেখে রাজ্য জয়ের বহু কাহিনী রয়েছে, সে সব বর্ণনাও অভিজ্ঞ জনের মুখে মুখে ফেরে। হাল আমলে মানুষকে পদানত করে রাখার পুরাতন সে-ই কূটকৌশল হয়েছে অনেক সূক্ষ্ম ও উন্নত, যা ঠাহর করা সহজ নয়। সাধারণ মানুষের চোখে তো সে কূটকৌশল ধরাও পড়ে না। সে কারণে নিপীড়িত মানুষ বারে বারে শাসকের কাছে ঠকে এবং মার খায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র-যুব সমাজ যাতে আন্দোলনে যুক্ত হয়ে শক্তি বৃদ্ধি করতে না পারে সে লক্ষ্যে আশির দশকের শেষার্ধে সেনা গোয়েন্দা সংস্থা প্রয়োগ করেছিল নানা কূটকৌশল, যা ভিন্ন রূপে এখনও জারি রয়েছে। বিশেষ বিশেষ সময় সেনা কর্তৃপক্ষ দৃষ্টিকটু রকমের ক্রীড়ামোদী হয়ে উঠত, এখনও হয়ে উঠে। আয়োজন করত প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, নানা টুর্নামেন্ট। কখনও কখনও আয়োজন করত আনন্দমেলা, বিজয় মেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠান, বর্তমানেও করে থাকে। পাহাড়ি জনগণের বুকে রাইফেল-বেয়নেট মেশিনগান তাক করে, গ্রামের পর পর গ্রাম জ্বালিয়ে ছারখার, পৈতৃক ভিটেবাড়ি থেকে উচ্ছেদ, বংশপরম্পরার জায়গা-জমি দখল করতে সেটলারদের প্ররোচিত করে সেনা কর্তাব্যক্তিরা যখন ক্রীড়ানুরাগী বেশে অনুষ্ঠান আয়োজন করে, তখন তাদের মতলব সম্পর্কে আঁচ করতে কারোরই অসুবিধে হয় না। বিশেষ করে তরুণ যুব সমাজকে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সেনা গোয়েন্দা সংস্থা তথা সরকার অতীতে যেমন ছিল তৎপর এবং বর্তমানেও রয়েছে ভীষণ সক্রিয়।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, নব্বইয়ের দশকের শেষার্ধে যুদ্ধ বিরতির সময়ে শেল ওয়েল কোম্পানি পাড়া গ্রামের ক্লাব সমিতিগুলোতে সরবরাহ করেছিল রঙিন টিভি, ফুটবল-ভলিবল ইত্যাদি ক্রীড়া সরঞ্জাম। রাঙ্গামাটিতে আয়োজন করেছিল প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট। শেল কোম্পানির কর্মকর্তারা ক্রীড়ানুরাগী ছিলেন এমন কথা জানা যায় না। পার্বত্য চট্টগ্রামে যুবকদের খেলাধুলার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তারা নিবেদিত, এমন লক্ষণও তাদের মধ্যে দেখা যায় নি। নিজেদের জরিপ কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তরুণ যুব সমাজকে খেলাধুলায় মশগুল রাখার উদ্দেশ্যেই শেল কোম্পানি তা করেছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বারে বারে এটাই পরিলক্ষিত হয় যে, সরকার-সেনাবাহিনী বা অন্য কোন বিশেষ কোম্পানি বা সংস্থা নিজেদের মতলব হাসিলের লক্ষ্যেই সময়ে সময়ে বড় বেশি ক্রীড়াপ্রেমি সেজে বসে! নিজেরা উতলা ভাব দেখায়, অন্যদেরও উতলা করতে প্ররোচিত করে, সমাজে সৃষ্টি করে অযথা হুজুগ। বিশেষ সময়ের পর এদের টিকি'টিরও দেখা মেলে না। খেলাধুলার কথা বললেও আসলে খেলাধুলার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে তারা আগ্রহী নয়। কখনও কখনও তারা জনকল্যাণের কথাও মুখে আনে। খেলার উছিলায় আন্দোলনের ধুয়া তুলে থাকে, বাস্তবে আন্দোলন বাধাগ্রস্ত করাই হচ্ছে তাদের মতলব।

এও লক্ষ্য করা যায়, জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত ৯ আগস্ট আদিবাসী দিবস ঘনিয়ে এলে বেশ কিছু সংস্থা ও উপদল তৎপর হয়ে উঠে। এর মধ্যে সন্তু লারমা নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতি নামধারী উপদলটি অন্যতম। আদিবাসী দিবসকে সামনে রেখে সন্তু লারমা ২ আগস্ট ঢাকার ব্যয়বহুল এক হোটেলে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কিছু খুচরা কর্মসূচিও ঘোষণা করেছেন। যিনি ইতিপূর্বে (মার্চের পর) জঙ্গী আন্দোলন করার হাঁকডাক ছেড়েছিলেন, তিনি কিনা খেলাধুলা আর নাচগানের কর্মসূচি দিলেন! আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, তার পাশে সাগরেদ হিসেবে যারা ছিলেন তাদের "আন্দোলন" নিয়েও অভিজ্ঞমহলে বেশ রসিকতা চালু আছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে হেয় চোখে দেখা হয় তাদের। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি--এ তিন দল ব্যতীত দেশের অন্য কোন রাজনৈতিক দলের পাঁচতারা হোটেলে সংবাদ সম্মেলন কিংবা কর্মসূচি ঘোষণা করার নজীর নেই। স্মরণ করা যেতে পারে, গেল ৩০ জুন ছিল বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাসের এক বছর পূর্ণ হবার দিন, ঐ দিন সন্তু লারমার উপদলটির পক্ষ থেকে কোন কর্মসূচি তো ছিল না। উপরন্তু জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক আহূত ৩০ জুনের সমাবেশ ভণ্ডুল করে দিতে সন্তু লারমার কর্মীরা চট্টগ্রাম ও ঢাকায় বাধা সৃষ্টি করেছিল, যা নিয়ে তুমুল নিন্দার ঝড়ও উঠে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, দিবস ভিত্তিক লোকদেখানো কিছু দিনের খেলাধুলা বা রাজপথের নাচগানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার মুগ্ধ হয়ে চুক্তি বাস্তবায়ন করবে কি? এ ধরনের বিনোদনমূলক কর্মসূচি সেনা গোয়েন্দা সংস্থার কূটকৌশলের অংশ, যার আসল উদ্দেশ্য ছাত্র-যুব সমাজকে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে বিনোদনে মশগুল রাখা? খোদ সন্তু লারমাই যখন সেনা গোয়েন্দা সংস্থার ক্রীড়নক হয়েছেন।

রাবার চাষ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর

রাবার বাগান প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, এটা আজ প্রমাণিত সত্য। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের গবেষণাও এ সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। অথচ তারপরও পার্বত্য চট্টগ্রামে এ দিকটি যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে না। রাবার বাগানের পরিবেশগত ক্ষতির কথা জানার পরও কেউ কেউ তাৎক্ষণিক ও স্বল্পমেয়াদী আর্থিক লাভের প্রতি সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিচ্ছেন। অথচ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হওয়া যাবে না। বর্তমান প্রজন্মে নগদ প্রাপ্তি ঘটলেও, পরবর্তীতে কয়েক প্রজন্মকে তার জন্য চরম মূল্য দিতে হবে। অর্থাৎ গুটিকয় ব্যক্তি বিশেষের আর্থিক লাভের জন্য পরবর্তী প্রজন্মকে পোহাতে হবে সীমাহীন দুর্ভোগ। কাজেই ভবিষ্যত প্রজন্ম যদি সে ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হয়, তার জন্য দায় কি আমাদের বর্তমান প্রজন্মের ওপর বর্তাবে না? রাবার বাগানের ক্ষতিকর প্রভাব জানা থাকা সত্ত্বেও যদি ব্যাপকভাবে রাবার বাগানের ব্যক্তি উদ্যোগকে সমর্থন দেয়া হয়, তাহলে কি তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে অপরাধী হয়ে থাকতে হবে না? জাতি ও জনগণের কল্যাণে নিবেদিত একটি সরকার, পার্টি বা সংগঠনকে কেবল বর্তমান নয়, ভবিষ্যত প্রজন্মের কথাও ভাবতে হয়; কেবল সাময়িক লাভ নয়, দীর্ঘমেয়াদী লাভের কথাও চিন্তা করতে হয়; কেবল গুটিকয় ব্যক্তি বিশেষের আর্থিক সুবিধা নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সার্বিক উন্নতির কথা বিবেচনা করতে হয়।

আমেরিকার বিখ্যাত সাপ্তাহিক জার্নাল Science-এ The Rubber Juggernaut শিরোনামে ২০০৯ সালের ২২ মে সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। এই প্রবন্ধে Alan D. Ziegler ও তার সহ-লেখকরা রাবার বাগানের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরেন। তাদের মতে, একটি বিরাট বনাঞ্চলকে মনোকালচার প্ল্যান্টেশনে রূপান্তরিত করা হলে তাতে নিশ্চিতভাবে জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিভিন্ন দেশে রাবার বাগান পরিবেশ ও মানুষের জীবনযাত্রার প্রতি কী রকম বড় ধরনের হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোকপাত করা দরকার। চীনের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ইউনান প্রদেশের জিশুয়াংবানা জেলায় রাবার বাগানের কারণে পানি শুকিয়ে গেছে ও বিষাক্ত হয়েছে। রাবার বাগান কিছু পরিবারকে আর্থিক সমৃদ্ধি এনে দিলেও সেখানে এখন বিশুদ্ধ পানির জন্য হাহাকার চলছে। তাৎক্ষণিক নগদ অর্থের জন্য এ এক দীর্ঘমেয়াদী বড় ধরনের মাশুল, যা সমষ্টিগতভাবে সবাইকে দিতে হচ্ছে, দিতে হবে পরবর্তী প্রজন্মকেও।[1] সমীক্ষায় দেখা গেছে, রাবার বাগানের কারণে সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন হয়েছে। সেখানে জলবায়ু দিন দিন শুষ্ক ও উষ্ণ হচ্ছে। তাছাড়া প্রাণবৈচিত্র্য প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে। এ সব কারণে চীন সরকার এখন সেখানে রাবার বাগানের জায়গায় আগের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। দুই বছর আগে জিশুয়াংবানা ট্রপিক্যাল বোটানিক গার্ডেন (Xishuangbanna Tropical Botanic Garden (XTBG) নামে একটি স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান সরকার-অনুমোদিত একটি পরিকল্পনা মোতাবেক রাবার বাগানকে প্রাকৃতিক বনে পুনঃরূপান্তরের জন্য জনগণের কাছে তাগিদ দিচ্ছে।[2] চীনের ইউনান প্রদেশে ১৯৬০ দশকে বিশালাকারে এই রাবার চাষ শুরু করা হলেও তার পরিবেশগত ক্ষতিকর প্রভাব দেখা দেয় ৪০-৫০ বছর পর। পার্বত্য চট্টগ্রামেও যে হারে রাবার বাগান করা হচ্ছে তার কুফল হয়তো এখন দেখা যাবে না, কিন্তু আরো ৩০ - ৪০ বছর পর কী হবে তা চীনের ইউনান প্রদেশের পরিবেশ বিপর্যয় দেখে তা অনুমান করা কঠিন কিছু নয়।

শুধু চীন নয়, লাওসেও রাবার বাগান নিরুৎসাহিত ও নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। লাওস সরকারের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বন-টিম্বার বনজ উৎপন্ন ও উচ্চভূমিতে ধান চাষ আর্থিকভাবে লাভজনক না হলেও সেগুলো মৌলিক খাদ্য চাহিদা মেটাতে ও সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে সক্ষম। অপরদিকে, রাবার চাষ আর্থিকভাবে লাভজনক হলেও পরিবেশ ও স্থানীয়দের স্বাস্থ্যের জন্য চরম ক্ষতিকর।[3] স্থানীয় এক সরকারী কর্মকর্তার মতে, রাবার চাষ পরিবেশ ও সমাজের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। সেজন্য প্রাদেশিক প্রশাসন মোট রাবার বাগানের এলাকা ৫০,০০০ হেক্টরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে।[4] আফ্রিকার দেশ লাইবেরিয়ায় রাবার বাগানের কারণে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। সেখানে রাবার বাগানগুলোতে বাগানচাষীরা মূলত বন্দী এবং তাদেরকে নিত্য অভাব-অনটন, রোগশোক ও অশিক্ষায় দিন কাটাতে হয়। যে নদী থেকে দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য পানি সংগ্রহ করা হয়, সে নদীর পানি রাবারের সাথে ব্যবহৃত পেসটিসাইড-এর জন্য বিষাক্ত হয়ে গেছে। সেই বিষাক্ত পানি ব্যবহারের ফলে লোকজন বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে।

বাংলাদেশের মধুপুর-টাঙ্গাইলে শালবন ধ্বংস করে রাবার বাগান সৃষ্টি করা হয়। ডেইলী স্টারের এক প্রতিবেদনে এই রাবার বাগানকে "গ্রীন ডেজার্ট" বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ রাবার বাগানকে ঘন সবুজ দেখালেও সেখানে কোন পাখীর কলরব নেই, নেই স্বাভাবিক বনে থাকা অন্যান্য কীট পতঙ্গের অস্তিত্বও। তাছাড়া রাবার বাগানের কারণে সেখানে গারোরা তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন। বাংলাদেশে পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর বিরোধীতার কারণে শেষ পর্যন্ত সরকার সেখানে নতুন একটি রাবার বাগান প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। পরিবেশবাদীরা বাংলাদেশে রাবার বাগানকে নীল চাষের সাথে তুলনা করেছেন।

উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে রাবার বাগান প্রকল্প হাতে নেয়ার আগে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে পরিবেশের ওপর কিরূপ প্রভাব পড়বে সে সম্পর্কে কোন গবেষণা করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। (পরিবেশগত ক্ষতির বিষয়টি বাদ দিলেও, উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সৃষ্ট রাবার বাগানের চাষীরা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমি দাস বা bonded labourer ছাড়া আর কিছু নয়। বোর্ডের সাথে বাগান চাষীদের যে চুক্তিনামা সম্পাদিত হয় তাতেই তা সুস্পষ্ট।) এখানে হাজার হাজার একর জমিতে গড়ে তোলা রাবার বাগান অদূর ভবিষ্যতে পরিবেশগত সমস্যা ও সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করবে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, রাবার বাগানের পাশের ধান্য জমিতে উর্বরতা কমে যাওয়ার ফলে আগের মতো আর ফলন হচ্ছে না। রাবার ফ্যাক্টরিতে ব্যবহৃত বিষাক্ত পদার্থ ছেঙ্গী নদীতে পড়ে নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। ব্যক্তিগত উদ্যোক্তার স্থাপিত রাবার বাগানের ফ্যাক্টরিতে যে কেমিক্যাল জাতীয় পদার্থ ব্যবহার করা হয় তা গিয়ে পড়ছে চাষের জমিতে। ফলে এতে জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাচ্ছে এবং লোকজন স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। এছাড়া বান্দরবান ও মাটিরাঙ্গায় রাবার বাগানের আশে পাশের এলাকায় পানির সংকট দেখা দিচ্ছে। আগামী এক দশকের মধ্যে রাবার বাগানের পরিবেশগত কুপ্রভাব তীব্রভাবে অনুভূত হতে পারে। উপরোক্ত কারণে জনগণ ও পরিবেশের স্বার্থে রাবার চাষকে নিরুৎসাহিত ও নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

তথ্যসূত্র:

1. দেখুন: Rubber trees cause jungle drought in Yunnan, www.chinaview.cn

2. http://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/4109

3. http://news.asiaone.com/News/Latest%2BNews/Asia/Story/A1Story20111020-306113.html

4. http://laomate.activeboard.com/t30397296/lao-government-now-realizes-bad-effect-of-rubber-tree-planta/

ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে যুব ফোরাম নেতৃবৃন্দ

পার্বত্য ভূমি কমিশনের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যাকে জটিলতর করে তুলবে

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, "ভূমি কমিশন চেয়ারম্যানের শুনানি অগণতান্ত্রিক, একতরফা ও অবৈধ। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত জিয়াউর রহমান ও এরশাদ সরকারের আমলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসা বহিরাগতদের নামে যে সব অবৈধ ভূমি বন্দোবস্তি দেয়া হয়েছিল, তাকে বৈধতা দেয়ার জন্যই সরকার ভূমি কমিশনকে দিয়ে প্রথমে ভূমি জরিপের চেষ্টা চালিয়েছে এবং সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এখন তথাকথিত শুনানি কার্যক্রম চালাচ্ছে। কিন্তু ভূমি কমিশন তথা সরকারের এ ধরনের কার্যকলাপ পার্বত্য চট্টগ্রামের জটিল ভূমি সমস্যাকে জটিলতর করে তুলবে।"

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের চলমান শুনানি, টেকনাফে চাকমা পল্লীতে হামলা ও উত্তরবঙ্গে সংখ্যালঘু জাতির ৪ জনকে হত্যাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি তুলে ধরতে গত ২৪ জুন ২০১২ রবিবার ঢাকায় সেগুন বাগিচাস্থ রিপোর্টার্স ইউনিটি সম্প্রসারিত হল রুমে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এ কথা বলেন।

লিখিত বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী একতরফাভাবে ও স্বৈরাচারী কায়দায় কমিশনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। গত ২০০৯ সালের ১৯ জুলাই নিয়োগ লাভের পরপরই তিনি কমিশনের অন্য সদস্যদের মতামত না নিয়ে ভূমি জরিপ শুরু করার ঘোষণা দেন, যা সে সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। কারণ ভূমি কমিশন আইনের কোথাও তাকে ভূমি জরিপের ম্যান্ডেট দেয়া হয়নি। পরে প্রবল প্রতিবাদ ও বিরোধিতার মুখে তিনি উক্ত মনগড়া সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হন। ২০১০ সালের ১৪ মার্চ বিতর্কিত ভূমি কমিশন আইনের সংশোধন ছাড়া কমিশনের বাকি সদস্যদের মতামত ব্যতিরেকে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির দরখাস্ত আহ্বানপূর্বক গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে তিনি নতুন বিতর্কের জন্ম দেন এবং এর সপক্ষে লোকজনকে উৎসাহিত করতে সরকারি মন্ত্রীর মতো তিন পার্বত্য জেলায় সভা, সমাবেশ ও মিছিল করে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার গণবিজ্ঞপ্তি জনগণের মধ্যে সাড়া ফেলতে ব্যর্থ হয়।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'খাদেমুল ইসলাম গত ২৮ - ২৯ ফেব্রুয়ারি একতরফাভাবে বিতর্কিত শুনানি কার্যক্রম শুরু করার চেষ্টা চালান। কিন্তু জনগণের ব্যাপক প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও বয়কটের মুখে তার সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর একইভাবে ২ - ৩ মে দ্বিতীয় বার শুনানির চেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি 'বিশেষ ব্যবস্থায়' শুনানি শুরু করার কথা ঘোষণা দেন। সেই মোতাবেক তিনি ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে ২৩ - ২৪ মে এবং ১০ - ১১ জুন কোরাম ছাড়া শুনানি কার্যক্রম চালিয়ে যান। তিনি আগামী ২২ - ২৩ জুলাই পরবর্তী শুনানির তারিখও নির্ধারণ করেছেন।'

ভিওয়াইএফ নেতা মনে করেন, ভূমি কমিশন আইনের অগণতান্ত্রিক ও অস্বচ্ছ ধারাগুলো সংশোধনসহ কমিশন চেয়ারম্যানের একচ্ছত্র ক্ষমতা বাতিল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি ছাড়া চলমান তথাকথিত শুনানির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত ভূমি মালিকরা তাদের বেদখল হওয়া জমি ফিরে পাবেন না।

নতুন কুমার চাকমা ১১ পাতায় দেখুন

রামগড়ের পিলাভাঙ্গা গ্রামে ভূমি বেদখল ও বহিরাগত

১ম পাতার পর

ঘরবাড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। জমির মালিকসহ কোন পাহাড়িকে সেদিকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

বিবৃতিতে তারা আরো বলেন, আমরা লক্ষ্য করছি যে, একটি বিশেষ মহল উক্ত জমি পূর্ণ চন্দ্র চাকমার কাছ থেকে কেনা হয়েছে বলে প্রচার চালাচ্ছে, যা আদৌ ঠিক নয়। পূর্ণ চন্দ্র চাকমা গত ২ জুন তার জমি পুনরুদ্ধারের দাবিতে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন। যে জমি বেদখল করা হয়েছে সেখানে তার এক সময় বসতবাড়ি ছিল। ১৯৮০-র দশকে উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে প্রাণের ভয়ে তিনি উক্ত ভিটেবাড়ি ছেড়ে পশ্চিম পিলাভাঙ্গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বিবৃতিতে তারা অবিলম্বে পূর্ণচন্দ্র চাকমার রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় জমি থেকে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ, পিলাভাঙ্গা গ্রামে বেআইনী সেটলার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বন্ধ ও বিজিবি ক্যাম্প সরিয়ে নেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন, রামগড় উপজেলার ২২৯ নং রামগড় মৌজার হেডম্যান উষাজ্ঞ চৌধুরী, ২৩৭ নং নাকাপা মৌজার হেডম্যান সাচিং চৌধুরী, ২৩৬ নং পরশুরাম ঘাট মৌজার হেডম্যান আশুতোষ রোয়াজা, ২৩৫ নং নাকাপা মৌজার হেডম্যান আপুসু চৌধুরী, ২০৯ নং বড় পিলাক মৌজার হেডম্যান মংশে চৌধুরী, ২১৩ নং লুড্রেমরম মৌজার হেডম্যান লাব্রেচাই চৌধুরী, ২২৫ নং তৈকর্মা মৌজার হেডম্যান চাইহ্লাপ্রু চৌধুরী, ২০২ নং হাজাছড়া মৌজার হেডম্যান হরি গোপাল চাকমা, ২৩৩ নং তৈমরম মৌজার হেডম্যান ধনমনি চাকমা, ২২৭ নং হাফছড়ি মৌজার হেডম্যান মুরতি মোহন চাকমা, মানিকছড়ি উপজেলার ২২৪ নং কুমারী মৌজার হেডম্যান মংচিনু চৌধুরী, ২২১ নং মন্দপতলী মৌজার হেডম্যান যতিন্দ্র লাল চৌধুরী, ১৯৮ নং সুদুরখীল মৌজার হেডম্যান আয়মনি চাকমা, ২৩০ নং বাটনা মৌজার হেডম্যান গয়রা চৌধুরী, ২৩১ নং কালাপানি মৌজার হেডম্যান রিপ্রুচাই চৌধুরী, ২৩৪ নং ডেপ্পামৌজার হেডম্যান থোয়াইচিং চৌধুরী, মাটিরাঙ্গা উপজেলার ১৯৯ নং বাইল্যাছড়ি মৌজার হেডম্যান ত্রিদীপ নারায়ণ ত্রিপুরা, ১৯৭ নং গুইমারা মৌজার হেডম্যান রেচাই মারমা, ২০০ নং তৈমাতাই মৌজার হেডম্যান বিমল কান্তি খামাই, সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের দেবলছড়ি মৌজার হেডম্যান কংজ্য চৌধুরী, ৩নং হাফছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উশোজ্ঞ মারমা, ৭নং গুইমারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেমং মারমা, রামগড় উপজেলার ২নং পাতাছড়া ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের মেম্বার মানেন্দ্র ত্রিপুরা, ২নং ওয়ার্ডের মেম্বার মানেন্দ্র চাকমা, মানিকছড়ি উপজেলার ৮নং বাটনাতলী ইউনিয়নের মেম্বার লাব্রেচাই মারমা, কার্বারী এসোসিয়েশনের মানিকছড়ি থানা শাখার সভাপতি উল্লাসাই কার্বারী সহ তিন উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রামের মেম্বার এবং কার্বারী বৃন্দ।

বান্দরবানের জনসংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) বান্দরবান জেলা ইউনিটের সংগঠক ছোটন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা এক বিবৃতিতে ২০১১ সালের আদমশুমারীর ফলাফল প্রকাশের জন্য জেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, তবে বান্দরবান জেলার জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে (২.৬৪) বেড়ে যাওয়ায় তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

গত ১৮ জুলাই দেয়া বিবৃতিতে মায়ানমারের (বার্মা) রোহিঙ্গা ও সমতল জেলা থেকে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশের কারণে এই বৃদ্ধি ঘটেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর ফলে বান্দরবানে ভূমির ওপর চাপ বাড়বে, স্থানীয়দের সাথে বিরোধ বৃদ্ধি পাবে এবং সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়বে।

তিনি বান্দরবান জেলার পাহাড়ি ও বাঙালি জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা আলাদাভাবে উল্লেখ না করায় প্রশাসনের সমালোচনা করে বলেন, অপর দুই পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে আলাদাভাবে পাহাড়ি ও বাঙালির মোট জনসংখ্যা প্রকাশ করা হলেও, বান্দরবানের বেলায় কেন তার ব্যত্যয় ঘটেছে তা বোধগম্য নয়।

ইউপিডিএফ নেতা বান্দরবানে বহিরাগত ও রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও ইতিমধ্যে যারা অনুপ্রবেশ করেছে তাদেরকে সমতলে পুনর্বাসনের দাবি জানান।

বাঘাইছড়িতে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক দুই ব্যক্তি অপহৃত

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার লালাঘোনা গ্রাম থেকে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক দুই ব্যক্তি অপহরণের শিকার হয়েছে। অপহৃতরা হলেন, মেকিও চাকমা(২০) পিতা নিশি কুমার চাকমা ও তপন চাকমা(২০) পিতা মায়াজ চাকমা।

জানা যায়, গত ২২ জুলাই রবিবার রাত আনুমানিক ৯টার দিকে বরুণ চাকমা ও বিজার চাকমার নেতৃত্বে সন্তু গ্রুপের একদল সশস্ত্র সদস্য শিজক থেকে বোট যোগে এসে লালাঘোনা গ্রামে ঢুকে তাদেরকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তবে, অপহরণের একদিন পর শর্তসাপেক্ষে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

খাদেমুল ইসলামকে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান পুনঃনিয়োগ না দেয়ার দাবি বিভিন্ন সংগঠনের

খাগড়াছড়ি জেলা কার্বারী এসোসিয়েশনের সভাপতি রুবিক ত্রিপুরা ও সাধারণ সম্পাদক প্রেম রঞ্জন চাকমা এবং হেডম্যান এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি ক্ষের মোহন রোয়াজা ও সাধারণ সম্পাদক স্বদেশ প্রীতি চাকমা, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি প্রভাকর চাকমা ও সাধারণ সম্পাদকক সন্তোষিত চাকমা পৃথক বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বিতর্কিত, স্বেচ্ছাচারী, পক্ষপাতদুষ্ট ও পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাঞ্ছিত ঘোষিত চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে পুনঃনিয়োগ না দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন।

পৃথক বিবৃতিতে তারা বলেন, খাদেমুল ইসলাম কর্তৃক অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী কায়দায় ভূমি কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা সমাধান হওয়ার পরিবর্তে আরো বেশী জটিল হয়েছে এবং এর ফলে প্রকৃত ভূমি মালিকদের হারানো জমি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়েছে।

বিবৃতিতে তারা খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে পুনঃনিয়োগ না দেয়ার দাবি জানিয়ে বলেন, ভূমি কমিশন আইনের যথাযথ সংশোধন পূর্বক একজন সৎ, দক্ষ, নিরপেক্ষ এবং সবার কাছে আস্থাভাজন ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দিতে হবে।

বিবৃতিতে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি ও তার ভিত্তিতে ভূমি কমিশন আইনের সংশোধন এবং ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, হেডম্যান-কার্বারীদেরকে ভূমি কমিশনে অন্তর্ভুক্তি এবং ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির শুনানীর সময় বিবাদিত ভূমি বিষয়ে তাদের লিখিত মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার দাবি জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশের অনুপযোগী বিদেশী প্রজাতির গাছ (যেমন-সেগুন, একাশিয়া, ইউক্লিপটাস, এফিল-এফিল, বেলজিয়াম, রাবার, পাম ইত্যাদি) লাগানো থেকে বিরত থাকুন। পরিবেশ সুরক্ষায় এগিয়ে আসুন।

রামগড়ে বাঙালি কর্তৃক পাহাড়ি ব্যক্তির জমি বেদখল করে এবাদত খানা নির্মাণের অভিযোগ

খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলাধীন ২নং পাতাছড়া ইউনিয়নের ২৩৭ নং নাকাপা মৌজার বড় ডেপাছড়ি গ্রামের শরবায় ত্রিপুরার ছেলে নিক কুমার ত্রিপুরার ৫ একর দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চট্টগ্রামের মিরসরাই-এর করের হাট এলাকার মজিবুল হকের পুত্র নূর আলম ওরফে আলম কমান্ডার বেদখল করে এবাদত খানা নির্মাণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, গত ১২ জুলাই নূর আলম ইট, বালু, সিমেন্ট নিয়ে এসে জোর করে উক্ত জমিতে এবাদত খানা নির্মাণ শুরু করে দেন। বাধা দেয়া সত্ত্বেও তিনি নির্মাণ কাজ অব্যাহত রেখেছেন। এই অবস্থায় গত ২২ জুলাই নিক কুমার ত্রিপুরা রামগড় থানায় লিখিত অভিযোগ দিতে যান, কিন্তু থানা কর্তৃপক্ষ তার অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

জায়গার মালিক নিক কুমার ত্রিপুরা জানান, উক্ত জায়গাটি তার বন্দোবস্তিকৃত এবং বহু বছর ধরে তিনি এ জায়গাটি ভোগদখল করে আসছেন। তিনি বলেন, আগেও নূর আলম জায়গাটি বেদখল করতে চেয়েছিল। এসময় তিনি রামগড় থানায় একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। কিন্তু থানা প্রশাসন থেকে এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক প্রদীপ চাকমা এক বিবৃতিতে উক্ত বেদখলের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ইউপিডিএফ নেতা অবিলম্বে উক্ত জমি বেদখলমুক্ত করে বেদখলকারী নূর আলমের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

রামগড়ে গ্রেফতার হওয়া দুই ইউপিডিএফ সদস্যের কাছ থেকে অস্ত্র পাওয়ার দাবি ভিত্তিহীন

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) রামগড় ইউনিটের সংগঠক অপু ত্রিপুরা গত ৮ জুলাই রবিবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়নের ছোট কালাপানি গ্রাম থেকে গতকাল গ্রেফতার হওয়া দুই ইউপিডিএফ সদস্যের কাছ থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বেআইনী কাগজপত্র পাওয়া গেছে বলে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে যে দাবি করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

তিনি বলেন, নিবারণ চাকমা ওরফে বাবলুর বাড়ি থেকে ইউপিডিএফ সদস্য জুনু চাকমা ওরফে মিঠুন (৪০) পিতা সুরেন্দ্র চাকমা ও সেন্টুরায় ত্রিপুরা ওরফে মনাই (২৪) পিতা মইকুমার ত্রিপুরা-কে রাতে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে তুলে নেয়ার পর সিন্দুকছড়ি জোনের সেনা সদস্যরা তাদের হাতে দু'টি ভাঙাচোরা অস্ত্র ও কয়েক রাউন্ড গুলি গুঁজে দিয়ে গুইমারা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

ইউপিডিএফ নেতা বলেন, রামগড়ে ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে চলমান গণ আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে উক্ত দুই ইউপিডিএফ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি অবিলম্বে আটককৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি জানান।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে দিঘীনালা ও পানছড়িতে কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

"জাতির ক্রান্তি লগ্নে অতন্ত্র প্রহরী বেশে আহ্বান হে নবীন সেনানী" এই শ্লোগানে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে খাগড়াছড়ির দিঘীনালা ও পানছড়িতে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে।

গত ২২ জুন শুক্রবার বেলা ২টায় দিঘীনালা উপজেলার মাইনী রিসোর্ট-এর হলরুমে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি রজেন্টু চাকমা। এতে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর সংগঠকদেবদত্ত ত্রিপুরা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি থুইক্যসিং মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক চম্পনী চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা, কবাখালী ইউপি চেয়ারম্যান চয়ন বিকাশ চাকমা, বোয়ালখালী ইউপি চেয়ারম্যান বিশ্বকল্যাণ চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দিঘীনালা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আলো জীবন চাকমা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা কলেজ শাখার সভাপতি অংকেন চাকমা ও উপস্থাপনা করেন দিঘীনালা কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক বিজয় চাকমা।

অনুষ্ঠানে বড়াদাম উচ্চ বিদ্যালয়, বাবুছড়া উচ্চ বিদ্যালয়, দিঘীনালা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ও বানছড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে শতাধিক কৃতি শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শুরুতে কৃতি শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয় এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক কৃতি শিক্ষার্থীকে একটি করে কলম দেয়া হয়।

অন্যদিকে গত ২০ জুন বুধবার সকাল সাড়ে ১১টায় পানছড়ি ডিগ্রী কলেজের হল রুমে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি বিবর্তন চাকমা। এতে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর পানছড়ি উপজেলা ইউনিটের সংগঠক স্বপন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখারসভাপতি মাত্রী চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক শিমন চাকমা, পানছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমা, পানছড়ি সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অসেতু বিকাশ চাকমা, পানছড়ি ডিগ্রী কলেজের প্রফেসর রত্ন কুসুম চাকমা, পানছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক নবজ্যোতি চাকমা, লোগাং উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক দিপু চাকমা ও অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক প্রভাকর চাকমা। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক পরম বিকাশ ত্রিপুরা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠান শুরুতে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। পানছড়ি উপজেলার পানছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, পুজগাং উচ্চ বিদ্যালয়, নালকাটা উচ্চ বিদ্যালয় ও লোগাং উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১২০ জন ছাত্র-ছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, ছাত্ররাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যত। ছাত্রদেরকেই শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে দেশ, সমাজ ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

বক্তারা বলেন, সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পাহাড়ি জনগণের ওপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়েছে। ভূমি কমিশনের এক তরফা অন্যায় মাধ্যমে পাহাড়িদের জায়গা-জমি কেড়ে নেয়ার চক্রান্ত করছে। এছাড়া সরকার সেনুতাত্ত্বের প্যাসে পার্বত্যবাসীকে বঞ্চিত রেখে বাইরে পাচার করছে। ছাত্রদেরকেই এসবের বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করতে হবে।

বক্তারা সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি কলেজ শাখার ৩য় কাউন্সিল সম্পন্ন

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর পানছড়ি কলেজ শাখার ৩য় কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে। কাউন্সিল উপলক্ষ্যে গত ১১ জুলাই সকাল ১০টায় পানছড়ি কলেজের হলরুমে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ সোচ্চার হোন শ্লোগানে কলেজ কমিটির বিদায়ী সভাপতি উদয় মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যসিং মারমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সভাপতি চন্দ্রদেব চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি বরুণ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি অপরাজিতা খীসা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি বিবর্তন চাকমা, পানছড়ি কলেজ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমেধ চাকমা ও সাংগঠনিক সম্পাদক পরম বিকাশ ত্রিপুরা।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। একদিকে সরকার পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাসের মধ্যে দিয়ে বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে প্রতিনিয়ত ভূমি বেদখলের পাঁয়তারা চলছে। এই রাহুগ্রাস থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই।

বক্তারা সকল অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

সভা শেষে ২১ সদস্য বিশিষ্ট পানছড়ি কলেজ শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে রাম প্রকাশ ত্রিপুরাকে সভাপতি, সুজাত চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও নিউমং মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

কল্পনা চাকমা সম্পর্কে মিথ্যাচার ও অবমাননাকর রিপোর্ট প্রকাশের প্রতিবাদে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ

খাগড়াছড়িতে ইত্তেফাক পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে

১৯৯৬ সালের ১২ জুন লে. ফেরদৌস কর্তৃক অপহৃত কল্পনা চাকমা সম্পর্কে মিথ্যাচার ও অবমাননাকর রিপোর্ট প্রকাশের প্রতিবাদে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল বিরোধী আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। হিল উইমেন্স ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ যৌথভাবে বিক্ষোভ মিছিল সহকারে এ অগ্নিসংযোগ করে। গত ৫ জুলাই বৃহস্পতিবার খাগড়াছড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় ইত্তেফাক পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ করা হয়।

খাগড়াছড়ি জেলা সদরে মহাজন পাড়া থেকে গত ৫ জুলাই বিকাল ৩টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার উপজেলা পরিষদ হয়ে স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল পরবর্তী সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যসিং মারমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মাত্রী চাকমা।

বক্তারা অপহৃত কল্পনা চাকমা সম্পর্কে আজগুবি, উদ্ভট, বানোয়াট ও অসত্য তথ্যের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে একটি গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যের বরাত দিয়ে আবুল খায়ের কর্তৃক তৈরিকৃত "পাহাড়ে সন্ত্রাসী তৎপরতা বাড়ছে" শিরোনামে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত [৫ জুলাই] রিপোর্টে 'কল্পনা চাকমা' সম্পর্কে জঘন্য মিথ্যাচার করা হয়েছে এবং তাকে চরম অপমান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই রিপোর্টে নানা সন্ত্রাসী কার্যক্রমের কাহিনী বানিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান ভূমি বেদখল বিরোধী আন্দোলনসহ অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। এই রিপোর্টে নিরাপত্তা বাহিনীর গুণকীর্তন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের উপর সেনা খবরদারি-নজরদারি ও নিপীড়ন নির্যাতন বৃদ্ধিতে ইন্ধন যোগানো হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে এটা একটা সুগভীর চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই না।

বক্তারা আরো বলেন, ইতিমধ্যে রামগড়ের লিচুবাগান/শিলাছড়া গ্রামে বিজিবি কর্তৃক পাহাড়িদের জমি জবরদখল করে বেআইনীভাবে সেটলার পুনর্বাসন করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই আন্দোলনকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইত্তেফাক পত্রিকায় এ ধরনের মিথ্যা, বানোয়াট, আজগুবি ও ষড়যন্ত্রমূলক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। বক্তারা অবিলম্বে ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত মিথ্যা রিপোর্ট প্রত্যাহারের দাবি জানান।

বক্তারা হলুদ সাংবাদিকতা পরিহার করে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের জন্য আবুল খায়েরের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা বলেন, কল্পনা চাকমার চিহ্নিত অপহরণকারী লে. ফেরদৌসকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই সকল তথ্য বেরিয়ে আসবে। কিন্তু এত প্রতিবাদ-বিক্ষোভের পরও সরকার কেন তার বিচার করছে না? বক্তারা অবিলম্বে কল্পনা চাকমা অপহরণের সঠিক তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও অপহরণকারী লে. ফেরদৌসের দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেন।

সমাবেশ শেষে ইত্তেফাক পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। খাগড়াছড়ি সদর ছাড়াও দিঘীনালা, রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি ও কুদুকছড়ি এবং ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও ইত্তেফাক পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

বাঘাইছড়িতে কল্পনা চাকমার বড় ভাই কালি চরণ চাকমা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ করেন। তিনি অবিলম্বে ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা না করে কল্পনার চাকমা অপহরণের সঠিক তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও লে. ফেরদৌসের দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেন।

ফলোআপ

করল্যাছড়ি সারনাথ অরন্য কুটির থেকে সেনা প্রত্যাহারের দাবি

কুটিরের পাশে অবস্থিত আর্মি ক্যাম্প

জাতীয় ডাক রিপোর্ট ।

খাগড়াছড়ির করল্যাছড়ি এলাকার জনগণের দাবি সারনাথ অরণ্য কুটির থেকে সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের প্রত্যাহার করা হোক। ২০০৮ সাল থেকে বর্তমানে সেখানে সেনা ও পুলিশ মিলে মোট ৩০-৪০ জন সৈন্য অবস্থান করছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ সেখানে 'সেনা-পুলিশের উপস্থিতির কারণে লোকজনের ধর্ম চর্চায় ব্যাঘাত ঘটছে। কুটিরের কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করলে সেনারা বাধা প্রদান করে থাকে। ফলে কুটিরের কোনো উন্নয়নমূলক কাজই বর্তমানে করা যাচ্ছেনা।'

গত ৩ জানুয়ারী ২০০৮ বিজিতলা থেকে সেনাবাহিনী এসে বিহার সংস্কারের কাজে বাধা দেয়। এ জন্য বিহারের ভোজনশালা ও ভিক্ষুদের থাকার ঘর নির্মাণ কাজ করা যায়নি।

সুনীল জীবন চাকমা জানান, সেনারা মাঝে মাঝে টহল্লা করে থাকে ফলে এতে ভিক্ষুদের ধ্যানে ও অন্যান্য কাজে ব্যাঘাত ঘটে। অনেক সময় সেনারা ভিক্ষুদের সম্পর্কে বিহারে আগত দায়ক দায়িকাদের কাছে বিশ্রী মন্তব্য করে থাকে।

সেনাদের উপস্থিতির কারণে বিহারে ধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে দায়ক দায়িকাদের নানা সমস্যা হচ্ছে। সেনারা বিহারে কাজ করতে আসা লোকজনকে আটক করে ভয়ভীতি দেখায়। জরুরী অবস্থার সময় বিহারে ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চাইলে সেনাবাহিনী তাতে বাধা দেয়। বিহারে কাজ করতে আসা যুবকদের তারা অনেক সময় জিজ্ঞাসাবাদের নামে হয়রানি করে থাকে।

মূলত করল্যাছড়ি এলাকায় এবং বিশেষত সারনাথ অরণ্য কুটিরের আশে পাশের জমি জোরপূর্বক দখলের জন্য কুটিরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এমনকি সারনাথ কুটিরের জমি কেড়ে নেয়ার জন্যও সেটলাররা সেনাদের সাহায্যে তৎপরতা চালায়। এ উদ্দেশ্যে ২০০৮ সালে সেটলাররা কুটিরের প্রধান আর্যজ্যোতি ভিক্ষুসহ ৫০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দেয়। পুলিশ ওই ভিক্ষুকে আটক করে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়।

কুটিরের জমি বেদখলের জন্য সেটলাররা যে মামলা দেয়, খাগড়াছড়ি জজ কোর্টে নিষ্পত্তি হয় এবং মামলার রায় কুটিরের পক্ষে চলে যায়। ফলে আইনীভাবেও কুটিরের জমি ১০ম পাতায় দেখুন

বাঘাইহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনটি এখনো সেটলারদের দখলে

সাজেক প্রতিনিধিঃ

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনটি এখনো সেটলারদের দখলে রয়েছে। তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে প্রশাসন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। ফলে বিদ্যালয়ে পড়াশুনার চরম ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। তাই সেটলারদের সরিয়ে দিয়ে বিদ্যালয় ভবনটি পাঠদানে ব্যবহারের জন্য এলাকাবাসী দাবি জানিয়েছেন।

বিগত ২০১০ সালের ১৯-২০ ফেব্রুয়ারী সাজেকের গঙ্গারামমোর এলাকার পাহাড়িদের দখলীয় জায়গা বেদখল করে বসত বাড়ী নির্মাণ করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সেটেলাররা পাহাড়িদের উপর হামলা চালায় এবং ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এতে চার শতাধিক পাহাড়ি ঘর বাড়ী পুড়িয়ে যায়। এ ঘটনায় সেনাবাহিনীর গুলিতে লক্ষী বিজয় চাকমা ও বুদ্ধ পুদি চাকমা ঘটনাস্থলে নির্মমভাবে নিহত হয়। উক্ত ঘটনা নিরসনের জন্য সরকারী প্রশাসনের পক্ষ থেকে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে নাম মাত্র উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তার প্রতিফলন স্বরূপ প্রশাসন সেটেলারদের গঙ্গারামমোরের পাহাড়িদের জায়গা থেকে সরিয়ে এনে বাঘাইহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুন ভবনে অবস্থান করার জন্য জায়গা করে দেয়। সেই থেকে সেটেলাররা এখনো পর্যন্ত ঐ বিদ্যালয় ভবনটি দখল করে বসবাস করছে। যার ফলে ভবনটি বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে নির্মিত হলেও ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানে ব্যবহৃত না হয়ে সেটেলারদের বসত বাড়িতে পরিণত হয়েছে। বিদ্যালয় ভবনে তাদের বসবাসের ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ক্রমশঃ বিনষ্ট হচ্ছে। বিদ্যালয় ভবনটি কবে উন্মোচন হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানের কাজে ব্যবহারে করা যাবে তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

বাঘাইহাট সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়ের ভবনে বসবাস করছে সেটেলাররা

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, সেটেলাররা গাদাগাদি ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় বিদ্যালয় ভবনটিতে বসবাস করছে। তাদের চিৎকার চেচামিচিতে বিদ্যালয়ে পাঠদান চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

বিদ্যালয় ভবনে বসবাসকারী সেটেলারদের সর্দার মোঃ আব্দুল্লাহ (৪৫) ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করে বলেন সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণ (পাঁচ একর) জায়গা ও নিয়মিত মাসিক রেশন প্রদানের লোভ দেখিয়ে তাদেরকে গঙ্গারামমোর এলাকায় নিয়ে এসেছে। কিন্তু সরকার তাদেরকে জায়গা না দেয়ায় বিদ্যালয় ভবনে কষ্টকর অবস্থায় থাকতে বাধ্য করছে। এভাবে গাদাগাদি অবস্থায় বিদ্যালয় ভবনটি বেদখল করে বসবাস করার ইচ্ছে তাদেরও নেই বলে জানান তিনি। সরকার কবে প্রতিশ্রুতি পূরণ করে তাদেরকে এই মানবেতর জীবন-যাপন থেকে মুক্ত করবে সেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষার প্রহর গুনছে তারা।

রাঙামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের বাঘাইহাটের এই গঙ্গারামমোরে প্রথমবার ২০০৮ সালে সেটেলার কর্তৃক পাহাড়ি ভূমি বেদখল ও ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় লাদুমনি চাকমাকে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়। দুই বছরের ব্যবধানে ২০১০ সালে দ্বিতীয় বার হত্যা ও ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হলে এলাকার পাহাড়ি বাঙালির মধ্যে অবিশ্বাস তীব্র আকার ধারন করে। কিন্তু ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির পরও সহজ সরল পাহাড়িরা এলাকার স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় রাখতে খুবই সহনশীল ও সচেষ্ট রয়েছে। স্থানীয় পাহাড়িরা চায় নিজের বসত ভিটায় নিজেরা যেন স্বাভাবিকভাবে বসবাস করতে পারে। তাই এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পাঠদানের সুবিধার্থে সেটেলারদের বিদ্যালয় ভবন থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য এলাকাবাসী সরকার ও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

রাঙামাটিতে জুম্ম নারীকে হত্যার প্রতিবাদে কুদুকছড়িতে বিক্ষোভ

রাঙামাটি শহরের ভেদভেদী এলাকায় গতকাল শনিবার বাঙালি কর্তৃক বলি মিলা চাকমা নামে এক জুম্ম নারীকে ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদে গত ৮ জুলাই রবিবার বিকাল ৩টায় রাঙামাটির কুদুকছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিছিলটি বড় মহাপুরম উচ্চ বিদ্যালয়ে মূল গেটের সামনে থেকে শুরু হয়ে কুদুকছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে বাজারের পার্শ্ববর্তী রাস্তার উপর এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক বাবলু চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক রিনা চাকমা এতে বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী ধর্ষণ, খুন, নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি নারীরা কোথাও নিরাপদে ঘুরতে ফিরতে পারছে না। পাহাড়ি নারীর জীবন আজ বড়ই অনিরাপদ হয়ে পড়েছে। এসব ঘটনা বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বক্তারা প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা অবিলম্বে বলি মিলা চাকমার হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত

শেষ পাতার পর

সম্মতি না থাকে। কাজেই এটা পরিষ্কার যে, কমিশনে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিশন চেয়ারম্যানের সম্মতি আগের মতোই বাধ্যতামূলক থেকে যাচ্ছে। এর ফলে কার্যক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে বাধ্য। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ ধরনের অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে তা নিরসনের পন্থা কী হবে তা ভূমি কমিশন আইনে কোথাও উল্লেখ নেই। এক কথায়, কমিশন আইনের ৭(৫) ধারা সংশোধনের পরও তা যেই লাউ সেই কদু'র মতো থেকে যাবে।'

ইউপিডিএফ নেতা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐতিহ্যগতভাবে ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত হলেন হেডম্যান ও কার্বারীরা। অথচ ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কমিশন আইনে তাদের জন্য কোন ভূমিকা রাখা হয়নি। প্রসিত খীসা পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যার সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য সমাধানের স্বার্থে সংবিধানে প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি প্রদান, ভূমি কমিশন আইনে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি'র যথাযথ ব্যাখ্যা, ৭(৫) ধারাকে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক করা এবং ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির শুনানীতে হেডম্যান ও কার্বারীদের লিখিত মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার দাবি জানান।

পানছড়ির তিন ইউনিয়নে যুব ফোরাম কমিটি গঠিত

খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার তিন ইউনিয়নে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ২২ জুন, শুক্রবার দিনব্যাপী এক সম্মেলন শেষে এই কমিটিগুলো গঠন করা হয়। কমিটিগুলো হলো পানছড়ি ইউনিয়ন কমিটি, লতিবান ইউনিয়ন কমিটি ও উল্টাছড়ি ইউনিয়ন কমিটি।

"সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল কর, সংখ্যালঘু জাতিসত্তাদের নিজ নিজ জাতিগত পরিচয়ের স্বীকৃতি দাও" এই শ্লোগানে নালকাটা উচ্চ বিদ্যালয় হলরুমে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি বরুণ চাকমা। এতে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ'র পানছড়ি ইউনিটের সংগঠক স্বপন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সভাপতি নিকোলাস চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পানছড়ি উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মনিকা চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি বিবর্তন চাকমা, লতিবান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শান্তি জীবন চাকমা ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও প্রবীণ মুরুব্বী প্রভাকর চাকমা।

সম্মেলন শেষে সাধন চাকমাকে সভাপতি ও মিন্টু সাঁওতালকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট পানছড়ি ইউনিয়ন কমিটি, দিলীপ কুমার ত্রিপুরাকে সভাপতি ও মনি চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট লতিবান ইউনিয়ন কমিটি এবং শান্তি লাল ত্রিপুরাকে সভাপতি ও মংরে মারমাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট উল্টাছড়ি ইউনিয়ন কমিটি ঘোষণা করা হয়। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সভাপতি নিকোলাস চাকমা নতুন কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

পিসিপি নেতা প্রবীর ত্রিপুরার মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের(পিসিপি) মাটিরাঙ্গা থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবীর ত্রিপুরা নিঃশর্ত মুক্তি ও রামগড়ে বিজিবি কর্তৃক পাহাড়িদের জমি জবরদখল বন্ধের দাবিতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা ও পানছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

রামগড়ের পিলাভাঙ্গায় বিজিবি কর্তৃক পূর্ণচন্দ্র চাকমার জমি জবরদখল পূর্বক সেটেলার পুনর্বাসনের প্রতিবাদে গত ৪ জুলাই অর্ধদিবস সড়ক অবরোধ চলাকালে প্রবীর ত্রিপুরাকে সেনাবাহিনী গ্রেফতার করে।

দিঘীনালা উপজেলার ইউপিডিএফ কার্যালয়ের সামনে থেকে গত ৫ জুলাই সকাল ১১টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে উপজেলা পরিষদ এলাকা ও লারমা স্কোয়ার ঘুরে তপোবন বৌদ্ধ বিহার গেটে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল পরবর্তী সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা থানা শাখার সহ সভাপতি অংকন চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর দিঘীনালা ইউনিটের সংগঠক কিশোর চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দিঘীনালা থানা শাখার দপ্তর সম্পাদক তাপস চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা থানা শাখার সদস্য প্রভাত ত্রিপুরা। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমান্ত চাকমা মিছিল ও সমাবেশ পরিচালনা করেন।

এদিকে পানছড়ি কলেজ গেট থেকে সকাল ১০ টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে পানছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে বাস স্টেশনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমেধ চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক পরম বিকাশ ত্রিপুরা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি বরুণ চাকমা।

এসব বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন সরকার সেনাবাহিনী ও প্রশাসনকে দিয়ে ভূমি বেদখল বিরোধী আন্দোলন দমনের চেষ্টা চালাচ্ছে। শান্তিপূর্ণ সড়ক অবরোধ চলাকালে বিনা কারণে সেনাবাহিনী মাটিরাঙ্গা থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবীর ত্রিপুরাকে গ্রেফতার করেছে। বক্তারা অবিলম্বে প্রবীর ত্রিপুরাকে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান।

বক্তারা অবিলম্বে রামগড়ের পিলাভাঙ্গা গ্রামে পাহাড়ি ব্যক্তির জমি জবরদখল ও সেটেলার পুনর্বাসন কার্যক্রম বন্ধের দাবি জানান।

এছাড়া মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুইমারাতেও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করেছে। বেলা ২টার সময় গুইমারা থানা সদরের সড়ক ও জনপথ বিভাগের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে গুইমারা বাজার প্রদক্ষিণ করে হাসপাতাল গেটে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের গুইমারা থানা শাখার সভাপতি চিত্রজ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি অংক্রসি মারমা, সহ সাধারণ সম্পাদক হরি কমল ত্রিপুরা ও মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার সভাপতি সুমন্ত ত্রিপুরা। বক্তারা ভূমি বেদখল বন্ধের দাবিতে অর্ধ দিবস সড়ক অবরোধ চলাকালে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতা প্রবীর ত্রিপুরাকে গ্রেফতারের ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে বলেন, সরকার সেনাবাহিনী ও প্রশাসনকে দিয়ে ভূমি বেদখল বিরোধী আন্দোলন দমনের চেষ্টা চালাচ্ছে। শান্তিপূর্ণ সড়ক অবরোধ চলাকালে বিনা কারণে সেনাবাহিনী মাটিরাঙ্গা থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবীর ত্রিপুরাকে গ্রেফতার করেছে। বক্তারা অবিলম্বে তাকে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, গুইমারা থানার এসআই মঞ্জুরুল গণতান্ত্রিক কাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার বাড়াবাড়িতে গুইমারার জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে গুইমারা থানা থেকে এসআই মঞ্জুরুলকে প্রত্যাহারের জন্য বক্তারা আল্টিমেটাম দেন। অন্যথায় তার প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন করা হবে বলে বক্তারা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

প্রবীর ত্রিপুরার জামিনে মুক্তি লাভ

গত ৫ জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টার দিকে প্রবীর ত্রিপুরা খাগড়াছড়ি জেলা আমলি আদালত থেকে জামিনে মুক্তি লাভ করেন। তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত গুইমারা থানার মামলা নং-৪৭/১২, ধারা-ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারা।

সাজেকে কালো দিবস পালিত

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে সংখ্যালঘু জাতিগুলোর উপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাসের ১ বছরপূর্তির দিনকে কালো দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম সাজেক ইউনিয়ন কমিটির উদ্যোগে গত ৩০ জুন সকাল সাড়ে ১০টায় গঙ্গারামমোর উজো বাজার রোড পয়েন্টে কালো দিবস উপলক্ষ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য কিমন্ত চাকমার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাজেক ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিপন চাকমা, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সহ সভাপতি বিমল কান্তি চাকমা, সাজেক নারী সমাজের সভাপতি নিরুপা চাকমা ও ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর সংগঠক অনাদিল চাকমা। সভা পরিচালনা করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাজেক ইউনিয়ন কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক লিটন চাকমা।

বক্তারা বলেন, সরকার পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়ে এদেশের বাঙালি ভিন্ন অপরাপর জাতিগুলোকে চরম অবমাননা করেছে। এক জন পাহাড়ি কখনো বাঙালি হতে পারে না। সরকারের এই চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত কিছুতেই মেনে নেয়া হবে না।

বক্তারা পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলপূর্বক সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্ব স্ব জাতির সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানান।

খাগড়াছড়িতে ছাত্রীর শ্লীলতাহানির

৪র্থ পাতার পর

বাসায় ডেকে এনে সুকৌশলে অন্য একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়। এ ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর ছাত্রীটির কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হলে খাগড়াছড়ি পৌর মেয়র, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে পৌরসভা সম্মেলন কক্ষে সেদিন সন্ধ্যায় এক সালিশী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে সকলের সর্বসম্মতিক্রমে শ্লীলতাহানির চেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত কামাল উদ্দিনকে স্কুল থেকে চিরতরে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু দুই মাসের অধিক অতিবাহিত হলেও তাকে বহিষ্কার না করায় এলাকাবাসী এ মানববন্ধন করে।

৩য় বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা ॥ ৫ আগস্ট ২০১২ ॥ জাতীয় ডাক

সাজেকে একটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উদ্বোধন

সাজেক প্রতিনিধিঃ

রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার প্রত্যন্ত সাজেক ইউনিয়নের গঙ্গারামদোরে 'গঙ্গারাম দোর বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়' নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ৪ জুলাই বুধবার সকাল ১০ টার সময় বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিতা কেটে বিদ্যালয়ে শুভ উদ্বোধন করেন ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) এর অন্যতম সংগঠক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শান্তিদেব চাকমা। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির কামনা করেন। এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শিশুরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যোগ্য উত্তরসূরীরূপে নিজেদেরকে গড়ে তুলে সাথে দেশ ও জাতি তথা সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উদ্বোধনের পর বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ইন্দ্র মোহন চাকমার সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ'র সাজেক ইউনিটের প্রধান সংগঠক দেবজ্ঞ ত্রিপুরা, সাজেক ইউপি চেয়ারম্যান অতুলাল চাকমা, প্রধান শিক্ষক অনিরুদ্ধ চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য ও সাজেক ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার বিনয় কান্তি চাকমা ও জ্যোৎস্না রাণী চাকমা, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাজেক ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি আনন্দ চাকমা প্রমুখ।

সভার শুরুতে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে উদ্বোধক শান্তিদেব চাকমা সহ ৩৬ নং সাজেক ইউপি চেয়ারম্যান অতুলাল চাকমা ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিরুদ্ধ চাকমাকে ফুলের তোরা দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাজেক ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিপন চাকমা সভা পরিচালনা করেন। সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতিলাল কার্বারী সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

করল্যাছড়ি সারনাথ অরন্য কুটির

৮ম পাতার পর

কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

এখনো সেনা খবরদারি

পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো সেনাবাহিনী সিভিল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে থাকে। করল্যাছড়ি সারনাথ অরন্য কুটির পরিচালনা কমিটির প্রাক্তন আহ্বায়ক মি. সুনীল জীবন চাকমা বলেন, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের দিকে মহালছড়ি জোন কমান্ডার ক্যায়াংঘাট ইউপি চেয়ারম্যান কিরন চাকমা, সমীরন চাকমা ও তাকে ডেকে বলেন যে, কুটিরের জায়গার বন্দোবস্তি কাগজপত্র ও কত সালের বন্দোবস্তি করা হয়েছে তা জানতে পারলে তারা এক মধ্যে "অস্থায়ী ক্যাম্প" তুলে নেবেন।

কিন্তু নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সে এলাকার একজন জানান, এখনো নানাভাবে ভূমি বেদখলের ষড়যন্ত্র চলছে। কথাসূত্রে তিনি জানতে পেরেছেন যে, আর্মিরা সে এলাকার কাছাকাছি কোথাও সেনা ক্যাম্প স্থাপনের জন্য জায়গা খুঁজছে।

অপরদিকে সেটেলাররা বর্তমানে জায়গা দখলের দৃশ্যমান উদ্যোগ না নিলেও লোকজনকে তারা এই বলে হুশিয়ারি দিচ্ছেন যে, বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এলে তারা আবার জায়গা দখলের উদ্যোগ নেবে।

এলাকাবাসীর দাবি ধর্ম চর্চায় সুবিধার জন্য সারনাথ অরণ্য কুটিরে মোতায়েনকৃত সেনা ও পুলিশ সদস্যদের তুলে নেয়া হোক। তাদেরকে সেখানে রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই।

সাজেকে আর্থ সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সাজেক প্রতিনিধিঃ

বাঘাইছড়ির সাজেক ইউনিয়নে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভূমি রক্ষা ও মিশ্র ফলজ বাগান সৃষ্টি, অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ, সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা, হতাশার মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করা এবং এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন এই বিষয়ের উপর গত ২১, ২২, ২৩ ও ২৭ জুন এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সাজেক ইউনিয়নের রেতাকাবা গ্রামের জনসাধারণকে নিয়ে কর্মশালার ১ম দিন শুরু করা হয়। এদিন প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা ও সহ সভাপতি বিমল কান্তি চাকমা। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর সংগঠক অনাবিল চাকমা। কর্মশালার ১ম দিন পরিচালনা করেন সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদকক হৃদয় রঞ্জন চাকমা।

দ্বিতীয় দিনের কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন সাজেক ইউনিয়নের বালুঘাট ও উত্তর বর্ণবিহার পাড়ার জনসাধারণ। এতে কর্মশালার প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক ও পল্লী চিকিৎসক প্রদীপ কুমার চাকমা ও সদস্য গোবিন্দ চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর সংগঠক অনাবিল চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাজেক ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি আনন্দ চাকমা। সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতি লাল কার্বারী এদিনের কর্মশালা পরিচালনা করেন।

তৃতীয় দিনের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন গঙ্গারামদোর গ্রামের জনসাধারণ। এতে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সদস্য নয়ন রঞ্জন চাকমা, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির অর্থ সম্পাদক ও হাজাছড়া গ্রামের কার্বারী জ্ঞানরাম চাকমা। এদিন আরো উপস্থিত ছিলেন সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যসিং মারমা।

৪র্থ দিনের কর্মশালায় সুরুংনালা গ্রামের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেন। আলোচক হিসেবে এদিন উপস্থিত ছিলেন সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, সাজেক ইউনিয়ন পরিষদের ৪নং ওয়ার্ডের সদস্য ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য বিনয় কান্তি চাকমা। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাজেক ইউপি শাখার সাধারণ সম্পাদক রিপন চাকমা এদিন পর্যবেক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক ও পল্লী চিকিৎসক প্রদীপ কুমার চাকমা এ দিনের কর্মশালা পরিচালনা করেন।

এলাকার অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া সাধারণ কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে উক্ত কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) এর সাজেক ইউনিটের প্রধান সংগঠক দেবজ্ঞ ত্রিপুরার সার্বিক তত্ত্বাবধানে উক্ত কর্মশালায় সাধারণ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিকভাবে অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়।

খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজসহ বিভিন্ন কলেজে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নবীন বরণ

খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজসহ বিভিন্ন কলেজে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর উদ্যোগে নবীন বরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ: "আপোষকামী ও সুবিধাবাদী ধারা প্রত্যাখান করুন, ভাষা-সংস্কৃতি ও ইতিহাস চেতনা সংগ্রাম এগিয়ে নিন" এই শ্লোগানে গত ১৫ জুলাই রবিবার সকাল সাড়ে ১১টায় খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজের হলরুমে অনুষ্ঠিত নবীন বরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি কলেজ শাখার সভাপতি বিপুল চাকমা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য মি. সচিব চাকমা, নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও পানছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক সুরীম চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যসিং মারমা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ধনীমা ত্রিপুরা ও উপস্থাপনা করেন সোনাচান চাকমা।

অনুষ্ঠান শুরুতে নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি কলেজ শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক ক্রইজেনা মারমা। এর আগে অনুষ্ঠানে আগত নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ ও মহিলা কলেজের দুই তিন শ' জন নবীন শিক্ষার্থী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

বক্তারা নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে তোমরা আজ কলেজে পদার্পন করেছো। তোমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষন সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। সমাজকে বিনির্মাণের কাজে তোমাদের শ্রম দিতে হবে অধিকতর।

বক্তারা আরো বলেন, শুধু ভালো রেজাল্ট করলেই একজন ছাত্র ভালো ও আদর্শিক মানুষের পরিণত হয় না। একজন ছাত্রের অবশ্যই দেশ, জাতি ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকতে হবে।

বক্তারা বলেন, সমাজে কোন জাতি যখন সংকীর্ণ স্বার্থ পরিচালিত হয় সেটি কখনো সার্থক হয় না। এই সমাজ, এই রাষ্ট্র একটা সন্ধীক্ষণের মধ্যে। কাজেই এই পেটিবুর্জোয়া শাসক শ্রেণীকে উৎখাত করে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত নিপীড়ন অব্যাহত রয়েছে। শাসকগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছে। প্রতিনিয়ত নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলছে। বক্তারা সকল ধরনের নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য নবীন শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল কলেজ: গত ২৯ জুলাই খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের একাদশ শ্রেণীর নবীন শিক্ষার্থীদের নিয়ে নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল সাড়ে ১০টায় খাগড়াছড়ি সদরের নারাঙহিয়াস্থ সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি অরুণি মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা সংগঠক রিকো চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যসিং মারমা ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নিরূপম তালুকদার। এছাড়া অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন জিনিয়াস চাকমা ও অরুণদীপ রোয়াজা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক বিপুল চাকমা ও পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক উমেশ চাকমা।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দলীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। অনুষ্ঠান শুরুতে নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী রুমা ত্রিপুরা। এর আগে নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়।

বক্তারা ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে এগিয়ে আসার জন্য নবীনদের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তব্য পর্ব শেষে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা গান এবং নৃত্য পরিবেশন করা হয়। পূর্ণিমা চাকমা ও পবিত্র চাকমা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

পানছড়ি ডিগ্রী কলেজ: "ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চেতনা সংগ্রাম বেগবান করুন, বিভক্তি পরিহার করে সংগ্রামী বাহিনী ও সকল জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে ছাত্র সমাজ সোচ্চার হোন" এই শ্লোগানে গত ২১ জুলাই শনিবার সকাল ১১টায় পানছড়ি ডিগ্রী কলেজের হলরুমে অনুষ্ঠিত নবীন বরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি কলেজ শাখার সভাপতি রাম প্রকাশ ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা সংগঠক রিকো চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যসিং মারমা, পানছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমা, পানছড়ি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক রত্ন কুসুম চাকমা, প্রবীণ শিক্ষক প্রকাশ চাকমা, ৩নং পানছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান অনন্ত বিকাশ চাকমা, চেঙ্গী ইউপি চেয়ারম্যান অনিল চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উমেশ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি অপরাজিতা খীসা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি বিবর্তন চাকমা। নিউচিং মারমা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দলীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। অনুষ্ঠান শুরুতে নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন পত্র করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি কলেজ শাখার সদস্য অংজাইসিং মারমা। এর আগে ফুল দিয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করা হয়।

মহালছড়ি কলেজ: গত ১০ জুলাই মহালছড়ি কলেজে নবীন বরণ ও মহালছড়ি কলেজ শাখারর্থ কাউন্সিল সম্পন্ন করা হয়।

সকাল সাড়ে ১০টায় নবীন বরণ ও কাউন্সিল উপলক্ষে মহালছড়ি কলেজের হলরুমে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মহালছড়ি কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক রতন চাকমা। এতে আরো বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর মহালছড়ি উপজেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক অলকেশ চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক সর্বানন্দ চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ-সভাপতি আরুণি মারমা।

সভা শুরুতে মহালছড়ি কলেজের ছাত্রী তিনা চাকমা নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করেন।

সভা শেষে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটিসহ ৪২ সদস্য বিশিষ্ট মহালছড়ি কলেজের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। সভায় উপস্থিত সকলে নোতুন কমিটিকে সম্মতি জ্ঞাপন করে। কমিটিতে জন্য চাকমাকে সভাপতি, রতন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও চাইলাঅ মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

নান্যাচর কলেজ: গত ১৬ জুলাই সোমবার সকাল ১১টায় নান্যাচর কলেজ হলরুমে অনুষ্ঠিত নবীন বরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নান্যাচর কলেজ শাখার সভাপতি অনিল চাকমা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যসিং মারমা, রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি বিনয় চাকমা, নান্যাচর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জুয়েল্‌ বিকাশ চাকমা, নান্যাচর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিনয় কৃষ্ণ খীসা, নান্যাচর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার দেপ্পু চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নান্যাচর উপজেলা শাখার সভাপতি ত্রিরত্ন খীসা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নান্যাচর থানা শাখার সভাপতি রিপন চাকমা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নান্যাচর কলেজ শাখার সদস্য রিপন আলো চাকমা ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুজেন চাকমা।

নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করেন নান্যাচর কলেজের ছাত্রী মেডিনা চাকমা। এর আগে ফুল দিয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করা হয়।

বাঘাইছড়ি: গত ১৯ জুলাই রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার কাচালং কলেজে কমিটি গঠন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দুপুর ১২টায় বাঘাইছড়ি উপজেলা সদরের বাবুপাড়া কমিউনিটি সেন্টারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি থানা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আসেপ্রু চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)এর সংগঠক দেবজ্ঞ ত্রিপুরা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অক্ষয় চাকমা। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি থানা শাখার সদস্য নীরব চাকমা সভা পরিচালনা করেন।

কমিটি গঠন সভা শুরুর আগে কলেজের নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করা হয়। নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন কাচালং কলেজের ছাত্রী তুর্ণী চাকমা।

সভা শেষে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা কাচালং কলেজের ১১ সদস্য বিশিষ্ট কাচালং কলেজ আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেন। কমিটিতে নিউটন চাকমাকে আহ্বায়ক, শামল মিত্র চাকমাকে সদস্য সচিব নির্বাচিত করা হয়। এ সময় উপস্থিত সকলে এ কমিটিকে স্বাগত জানান।

পার্বত্য ভূমি কমিশনের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যাকে

১ম পাতার পর

আরো বলেন, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ভূমি কমিশনের একতরফা ও অবৈধ শুনানি বাতিল এবং প্রথাগত ভূমি অধিকারের দাবিতে ইতিমধ্যে সভা সমাবেশ, সড়ক-নৌপথ অবরোধ কর্মসূচী পালন করেছে। দাবি মানা না হলে আন্দোলনের কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

গত ২৯ ও ৩০ মে টেকনাফের চাকমা পল্লীতে পুলিশ ও ভূমি দস্যুদের যৌথ হামলা, লুটপাট, ভাঙচুর এবং নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নেতৃবৃন্দ বলেন, 'এ হামলায় তারা মোট ১১ জন গ্রামবাসীকে আহত, বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভাঙচুর ও ৭ গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে। এছাড়া কমপক্ষে ৬ চাকমা নারীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন ও লাঞ্ছিত করা হয়। এর মধ্যে একজন অন্তঃসত্ত্বা বৃদ্ধাও রয়েছেন। উ ছা মোয়াইং চাকমা নামে ৭ - ৮ মাসের গর্ভবতী এক মহিলাকে নির্যাতন করা হলে সঙ্গে সঙ্গে তার গর্ভপাত ঘটে এবং তার স্বামীকেও পুলিশ আটক করে। এ ছাড়া মালাইমে চাকমাকে কোমড়ে লাঠির আঘাত করা হলে তার প্রসব বেদনা শুরু হয় ও হাসপাতালে ভর্তি করার পর এক সন্তানের জন্ম হয়। এছাড়া ১৮ বছরের যুবতী লাকি চাকমার কোমড়ে ও পায়ে আঘাত করা হয়। পূর্ণিমা উয়াংখেইং চাকমা (বয়স ৪৫) গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের তদন্ত দলকে [৪-৫ জুন] জানান তাকে হামলাকারীরা লাথি মেরেছিল। এ সময় তার সামনে ৮৫ বছরের বৃদ্ধা শাশুড়ীকেও নির্যাতন করা হয়। তিনি তার শাশুড়ীকে না মেরে তাকে মারার জন্য কাকুতি মিনতি করলে তবেই তারা রেহাই দেয়। হামলাকারীরা থ্রিয়াচিং চাকমার (বয়স ৫৫) ১৫ বছরের কিশোরী মেয়ে মায়মাচিং সুমিকেও নির্যাতন করে। ডিওয়াইএফের তদন্ত টিম সুমির শরীরের স্পর্শকাতর অংশে আঘাতের চিহ্ন দেখতে পায়।'

হামলার সময় অর্থ লুটপাট, সম্পত্তি ধ্বংস ও বুদ্ধমূর্তি অবমাননা করা হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেন এবং বলেন, এ হামলায় পুলিশ ৩ জন বাঙালিসহ ৭ জন গ্রামবাসীকে ধরে নিয়ে যায়।

হামলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চাকমাদের মালিকানাধীন জমি বেদখল করা মন্তব্য করে ডিওয়াইএফ নেতৃবৃন্দ বলেন, 'ভূমি দস্যু আব্দুল হক হোয়াইক্ষ্যং ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ নেতা জাফর আলম চৌধুরীর সহযোগিতায় বহু বছর ধরে শুকনা আমতলী গ্রামের উপেন্দ্র চাকমাসহ সাত ভাইয়ের ১০ একর জমি বেদখল করার জন্য নানা পাঁয়তারা চালিয়ে আসছে। এ নিয়ে উভয় পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে। গত ১২ মে আব্দুল হক ও তার দলবল জোটবদ্ধ হয়ে জোরপূর্বক উক্ত জমি দখলের চেষ্টা চালায়। তবে চাকমারা বাধা দিলে তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সর্বশেষ গত ২৯ মে রাতে সাদা পোষাকধারী দু'জন পুলিশকে নিয়ে আব্দুল হকের লোকজন আমতলী গ্রামে যায়। তারা ভাকচিং চাকমা ও চিং কা ছা চাকমাকে পথে পেয়ে মারধর করতে থাকে। তাদের আর্ত চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন ডাকাত এসেছে ভেবে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে। এ সময় শিপন মিয়া নামে এক পুলিশ সদস্য এলাকাবাসীর প্রতিরোধের মুখে পড়ে। সে নিজেকে পুলিশ সদস্য পরিচয় দিলে লোকজন সরে যায়। এর কয়েক ঘণ্টা পর ভোর রাতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ এসে চাকমা পল্লীর বাড়ি বাড়ি তল্লাশী ও হামলা চালায়।'

গত ৪ মে ২০১২ উত্তরবঙ্গে নওগাঁ জেলার মান্দা থানাধীন চক গোপাল গ্রামে এক হামলায় সংখ্যালঘু সাঁওতাল জাতির ৪ ব্যক্তি নিহত হওয়ার ঘটনার বর্ণনা দিয়ে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ বলেন, 'ঐদিন নিয়ামতপুর থানাধীন পুষ্টি (নিভুলা) গ্রাম থেকে ৫ জন সাঁওতাল -- চন্দ্র কিস্কো (৪৩), ইলিয়াস মার্ডি (৪৪), মদন মার্ডি (৫১), মহারাম মার্ডি (৪১), ও কৃষ্ণ মার্ডি (৩১), -- কামলা হিসেবে জনৈক তালিমের ক্ষেতে ধান কাটতে যান। এ সময় তালিমের বিপক্ষ আনোয়ার গ্রুপের ৮০ - ৯০ জন লোক এসে তাদেরকে ধান কাটতে বাধা দেয়। সেখানে তালিমের দলের ১৫ - ২০ জনও উপস্থিত ছিল। আনোয়ার গ্রুপের লোকজন এক পর্যায়ে চারদিক থেকে ঘিরে তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। এতে সাঁওতালদের চন্দ্র কিস্কো বেঁচে গেলেও বাকি ৪ জন আহত হয়ে ঘটনাস্থলের কিছু দূরে মারা যান।'

তারা বলেন, 'উত্তরবঙ্গে সংখ্যালঘু জাতির জনগণের ওপর হামলা, নির্যাতন, লুটপাট ও ভূমি বেদখলের ঘটনা নতুন কিছু নয়। ২০০৮ সালের ১৮ আগস্ট নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার ভীমপুর আদিবাসী পল্লীতে ভূমিদস্যু হাবেল আলী ও সীতেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য গনাই এর ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী বাহিনীর হামলায় আলফ্রেড সরেন নৃশংসভাবে খুন হন। ২০১০ সালের ১২ জুন নওগাঁ জেলার পোরশার খিরিরপুরে সংখ্যালঘু জাতির ৭২টি ঘর ও গত বছর ১২ জুলাই নিয়ামতপুরে ৪০টি বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। রাজশাহীর তানোরে সংখ্যালঘু জাতির লোকজনকে হোটেল রেস্তোরাঁ এমনকি স্কুল কলেজের হোস্টেলেও ভাল খাবার থেকে দেয়া হয় না; তাদেরকে আলাদাভাবে রাখা কথিত '২ নম্বর প্লেটে' খাবার পরিবেশন করা হয়, যা এক সময় দক্ষিণ আফ্রিকায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ আমলে এই উপমহাদেশে প্রচলিত বর্বর প্রথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।'

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি অংগ্য মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি কণিকা দেওয়ান সহ আরো অনেকে।

নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে কিছু দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলো হলো ভূমি কমিশন সম্পর্কে: ক. চলতি বাজেট অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ এর সংশোধনী (অযৌক্তিক ও অগণতান্ত্রিক ধারা সংশোধনপূর্বক) পাশ করতে হবে। খ. পার্বত্য ভূমি কমিশনের শুনানি বাতিলকরণ এবং ভূমি কমিশন আইনের ৩ (৫) ধারা মোতাবেক বিতর্কিত ভূমি কমিশন চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে অপসারণপূর্বক সকল পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন নিরপেক্ষ, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে হবে। গ. জিয়াউর রহমান ও এরশাদের আমলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুনর্বাসিত বহিরাগতদের দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন ও রীতি উপেক্ষা করে দেয়া অবৈধ ভূমি বন্দোবস্তি ভূমি কমিশন আইনের ৬ (গ) ধারা বাতিল করতে হবে এবং বহিরাগত সেটেলারদেরকে সমতলে জীবিকার নিশ্চয়তাসহ পুনর্বাসন করতে হবে। ঘ. ভূমি কমিশনের সদস্য হিসেবে হেডম্যান ও কার্বারীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং বিবাদিত/বিতর্কিত জমির মালিকানা সম্পর্কে তাদের লিখিত মতামত দেয়ার বিধান করতে হবে, কারণ এলাকায় ভূমির মালিকানা ও ব্যবহার সম্পর্কে তারাই হলেন সবচেয়ে সম্পৃক্ত ব্যক্তি। ঙ. পার্বত্য চট্টগ্রামে যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রথাগত ভূমি আইনের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও তার আলোকে ভূমি কমিশন আইনের সংশোধন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।

টেকনাফে চাকমা পল্লীতে হামলা সম্পর্কে: ১। টেকনাফের চাকমা পল্লীতে পুলিশ ও ভূমি দস্যুদের যৌথ হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্তপূর্বক দোষী পুলিশ সদস্য, আব্দুল হক ও তার সহযোগীদের শাস্তি প্রদান; ক্ষতিগ্রস্ত চাকমা ও বাঙালিদের ক্ষতিপূরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে দেয়া মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, তার নিশ্চয়তা দিতে হবে ও চাকমা সম্প্রদায়ের জানমাল রক্ষা করতে হবে। ২। এলাকার প্রভাবশালীরা যাতে চাকমাদের জমি অবৈধভাবে কেড়ে নিতে না পারে তার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

নওগাঁয় ৪ সাঁওতাল হত্যা সম্পর্কে: ১। প্রকৃত হত্যাকারীদের গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে; নিহতদের পরিবারগুলোকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ২। সংখ্যালঘু জাতিগুলোর ওপর হামলা, নির্যাতন ও ভূমি বেদখল বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের সিলেট

শেষ পাতার পর

সফরকালে প্রতিনিধি দল খাসী, মণিপুরী ও চা জনগোষ্ঠির বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিনিধির সাথে মতবিনিময় করেন। এসব মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন জাতিসত্তার নেতৃবৃন্দ তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তাসমূহের স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামকে যৌক্তিক বলে মত দেন। এছাড়া নেতৃবৃন্দ পার্বত্য দুই সংগঠন ইউপিডিএফ ও জেএসএস এর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বন্ধ করার জন্য উভয় পার্টিকে আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের অধিকার আদায়ের জন্য জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ গঠনকে তাৎপর্যপূর্ণ আখ্যা দিয়ে এই সংগঠনকে আরো সুসংগঠিত ও সক্রিয় করার উপর জোর দেবার জন্য সফরকারী নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানান।

সেনা-পুলিশের বাধা সত্ত্বেও সংবিধানের

শেষ পাতার পর

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বটতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ থেকে শুরু হয়ে মহিলা কলেজ এলাকা ঘুরে আবার বটতলীতে গিয়ে শেষ হয়।

কুদুকছড়ি, রাঙামাটি : পঞ্চদশ সংশোধনী পাসের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে রাঙামাটি জেলার কুদুকছড়িতে আজ সকাল ১১টায় এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বড় মহাপুরম উচ্চ বিদ্যালয়ের মূল প্রবেশ পথের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর রাঙামাটি জেলা ইউনিটের সংগঠক কায়লাচিং মারমা। এতে আরো বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা ও ঘিলাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অমর জীবন চাকমা। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক বাবলু চাকমা সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশ চলাকালে "আমরা বাঙালি নই" "সংবিধানের বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী আইন মানি না-বাতিল কর" "স্ব স্ব জাতির পরিচয়ে বাঁচতে চাই" শ্লোগান বুকে লিখে প্রতিবাদী যুবকেরা খালি গায়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানায়। ঘিলাছড়ি ও কুদুকছড়ির ১১টি স্থানে এ প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল কুদুকছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে।

এছাড়া খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা, মহালছড়ি, গুইমারা এবং রাঙামাটি জেলার নান্যাচর ও কাউখালীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিকে রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে জেএসএস (সন্তু)-এর বাধা সত্ত্বেও বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ১১টায় বাঘাইছড়ি উপজেলা মাঠ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে শাপলা চত্বর ঘুরে আবার উপজেলা মাঠে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর বাঘাইছড়ি উপজেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক সমশান্তি চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর সাজেক ইউনিটের প্রধান সংগঠক সেবনন্ত ত্রিপুরা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাজেক ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি আনন্দ চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি থানা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আসেন্টু চাকমা, বঙ্গলতলী ইউনিয় পরিষদের মেম্বার ও জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদের সদস্য জ্ঞানজিৎ চাকমা এবং বঙ্গলতলী ইউনিয়নের মহিলা মেম্বার শেফালী চাকমা।

সন্তু গ্রুপ বাঘাইছড়ির বিভিন্ন গ্রামে জনগণকে সমাবেশে অংশগ্রহণ না করতে নির্দেশ দেয়। তাদের বাধার কারণে বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের উগলছড়ি, লাল্যাঘোনা, লাম্বাছড়া, বটতলা, মুড়োঘোনা ছড়া এলাকার লোকজন সমাবেশে অংশ নিতে পারেনি। সমাবেশের দিন সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সদস্যরা বাঘাইছড়ি সদর থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে মধ্য বাঘাইছড়ির আর্যপুর বনবিহার এলাকাসহ দুটি স্থানে সমাবেশে আসা লোকজনের গাড়ি লক্ষ্য করে দূর থেকে গুলি বর্ষণ করে জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। কিন্তু তাদের বাধার মধ্যেও সহস্রাধিক নারী পুরুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাবেশে যোগ দেয়।

অন্যদিকে বান্দরবানে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল ভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসমূহের ওপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে এবং বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলের দাবিতে কালো পতাকা উত্তোলন, ও কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়েছে।

খাদেমুল ইসলামকে ভূমি কমিশনের

শেষ পাতার পর

একের পর এক ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। সাবেক বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম সরকারের এ নীল নক্সা বাস্তবায়নের এক বিশ্বস্ত খুঁটি। ইতিপূর্বে খাদেমুল ইসলাম কর্তৃক অনুষ্ঠিত এক তরফা ও অবৈধ শুনানি চালিয়ে দেয়ার সুবিধার্থে সরকার পরিকল্পিতভাবে তাকে পুনঃনিয়োগের পদক্ষেপ নিয়েছে।

ল্যাম্পপোস্টের সম্পাদক আশীষ কোরাইয়া তার বক্তব্যে ক্ষমতাসীন সরকারকে বলদের সাথে তুলনা করেন। বলদ থেকে যেমন দুধ দোহন করা বা পাওয়া যায় না তেমনি এ সরকারের কাছেও আবেদন নিবেদন করে কোন অধিকার অর্জন করা যাবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, পাহাড় সমতলে নিপীড়িত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের মাধ্যমে দেশে নতুন সংবিধান কায়েম করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বিতর্কিত চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলামকে অপসারণ, ভূমি কমিশনের ২২-২৩ জুলাইয়ের একতরফা শুনানি বাতিল, ভূমি কমিশনের অগণতান্ত্রিক ধারা সংশোধন, পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি এবং বেদখলকৃত জমি অবিলম্বে মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে পার্বত্য ভূমি কমিশনের বিতর্কিত চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে পুনঃনিয়োগের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়িসহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। গত ১৯ জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ১১টায় খাগড়াছড়ি শহরের মহাজন পাড়াস্থ সূর্যশিখা ক্লাবের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার, উপজেলা পরিষদ এলাকা হয়ে স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল পরবর্তী সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা সভাপতি নিকোলাস চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উমেশ চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক চন্দনী চাকমা। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির শিল্প ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক অংকন চাকমা সমাবেশ পরিচালনা করেন।

বক্তারা অবাঞ্ছিত খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে পার্বত্য ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে পুনঃনিয়োগের ষড়যন্ত্রের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, একতরফা ও অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমের জন্য খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের নিকট বিতর্কিত হয়ে পড়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ তাকে আর ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দেখতে চায় না। একজন বিতর্কিত ও অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে পুনরায় ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগের মাধ্যমে সরকার পার্বত্য ভূমি সমস্যাকে আরো জটিল করে তোলার চেষ্টা করছে।

এছাড়া খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি, দিঘীনালা, মহালছড়ি এবং বাঘাইছড়িতেও বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম কর্তৃক ভূমি সমস্যা নিষ্পত্তির এক তরফা শুনানির দিন ধার্য করার প্রতিবাদে ইতিপূর্বে তিন পার্বত্য জেলায় পর পর দু'বার স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবরোধ পালিত হয়েছে। সর্বস্তরের জনতা ভূমি কমিশনের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়ে খাদেমুল ইসলাম পুরো মেয়াদে ছিলেন নিষ্ক্রিয়। মেয়াদের শেষ পর্যায়ে তিনি দৃষ্টিকটুভাবে তৎপর হয়ে উঠেছেন, যার ফলে তাকে নিয়ে জনমনে সন্দেহ আরও বেশি ঘনীভূত হয়েছে। ২০১০ সালে সাজেক-খাগড়াছড়িতে ভূমি বিরোধ নিয়ে সৃষ্ট দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় খাদেমুল ইসলাম পরিবার পরিজন নিয়ে বান্দরবানের নীলগিরি পর্যটন প্রমোদ বিহারে মগ্ন ছিলেন, যা সংবাদ মাধ্যমেও প্রকাশিত হয় এবং তা নিয়ে প্রবল নিন্দার ঝড় উঠেছিল।

৩য় বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা ॥ ৫ আগস্ট ২০১২ ॥ জাতীয় ডাক

ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত ইতিবাচক, তবে বিভ্রান্তিমুক্ত নয়: ইউপিডিএফ

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) সভাপতি প্রসিত খীসা ৩১ জুলাই এক বিবৃতিতে গত ৩০ জুলাই আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন-২০০১ এর সংশোধনী চূড়ান্তকরণকে ইতিবাচক আখ্যায়িত করে বলেছেন, "তবে এই আইনে এখনো কিছু অস্বচ্ছতা, অসঙ্গতি ও অগণতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিফলন রয়ে গেছে, যার ফলে প্রকৃত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির সময় তা চরম জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।"

ইউপিডিএফ নেতা বলেন, "ভূমি কমিশন আইনের ১৩টি সংশোধনী প্রস্তাব পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট মোতাবেক চূড়ান্ত করা হলেও, এসব সংশোধনীর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ২(ছ) ধারা সংশোধন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি'র কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। এর ফলে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত রীতি ও পদ্ধতিকে যথার্থভাবে সংজ্ঞায়িত করা হলে তার ভিত্তিতে সম্প্রদায়গত যৌথ মালিকানা পুনঃস্থাপিত হয়, অথচ বাংলাদেশ সংবিধানে তার কোন স্বীকৃতি নেই। ফলে সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদের সাথে কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে।

"দ্বিতীয়ত, কমিশন আইনের ৭(৫) ধারায় বিধৃত চেয়ারম্যানের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা গৃহীত সংশোধনী প্রস্তাবে খর্ব করা হলেও, এই ধারাটি পুরোপুরি গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠেনি। কারণ গৃহীত সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়েছে "তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হলে চেয়ারম্যানসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের গৃহীত সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে।" অর্থাৎ কোন সিদ্ধান্ত কমিশনের সিদ্ধান্ত হতে হলে তাতে অবশ্যই চেয়ারম্যানের সম্মতি থাকতে হবে, অন্য কথায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্ত কমিশনের সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে না, যদি তাতে কমিশন চেয়ারম্যানের ৯ম পাতায় দেখুন

ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের সিলেট-মৌলভীবাজার সফর

পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনরত ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর দুই সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সিলেট ও মৌলভীবাজারের জাতিসত্তা অধ্যুষিত এলাকায় গত ১৯-২৩ জুলাই ৫ দিনব্যাপী সফর সমাপ্ত করেছেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন ইউপিডিএফভুক্ত গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা এবং ইউপিডিএফ সংগঠক মিঠুন চাকমা। সফর কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা করেন জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের নেতা ভীমপদ সিংহ। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসত্তাসমূহের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগঠন জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ এ সফর পরিচালনা করেন। ইউপিডিএফ জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের একটি শরীক সংগঠন হিসেবে কাজ করছে।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের প্রায় ৪৫ টির মত ভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসত্তাকে "জাতীয়তা হিসেবে বাঙালী" বানানোর প্রতিবাদে জনমত গঠন ও আন্দোলন সংগঠিত করতে নেতৃবৃন্দ এ সফর পরিচালনা করেন। ১১ পাতায় দেখুন

খাদেমুল ইসলামকে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান পুনঃনিয়োগের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

ঢাকায় খাদেমুলের কুশপুত্তলিকা দাহ

পার্বত্য ভূমি কমিশনের বিতর্কিত চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলামকে সরকার কর্তৃক পুনঃনিয়োগের গোপন তৎপরতা প্রকাশিত হয়ে পড়ায় ফুঁসে উঠেছে পাহাড়ের জনগণ। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শহরে অবস্থানরত পার্বত্য অঞ্চলের ছাত্র-যুব এবং চাকরীজীবীগণ।

গত ২০ জুলাই শুক্রবার সকাল ১১ টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সম্মুখে ইউপিডিএফ সমর্থিত গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম (ডিওয়াইএফ)-এর আহ্বানে দু'শতাধিক ছাত্র-যুবক ও বিভিন্ন পেশার তরুণ-তরুণী খাদেমুল ইসলামের কুশপুত্তলিকা দাহ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে শুরু হয়ে বিক্ষোভ মিছিলটি রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পল্টন, মুক্তাঙ্গন ও বায়তুল মোকারম প্রদক্ষিণ করে পুনরায় প্রেস ক্লাবে এসে শেষ হয়।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম (ডিওয়াইএফ)-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমার সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ নেতা উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা, ছাত্র ফেডারেশনের নেতা এম.এম. পারভেজ লেনিন, ল্যাম্পপোস্টের সম্পাদক আশীষ কোরাইয়া, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি নিরূপা চাকমা ও যুব ফোরামের নেতা পঞ্চসেন ত্রিপুরা। সভা পরিচালনা করেন অংগ্য মারমা। সমাবেশে সংহতি ও একাত্মতা প্রকাশ করতে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মী। এ সময় প্রচুর উৎসুক দর্শক শ্রোতাও মনযোগ দিয়ে সমাবেশের বক্তব্য শোনেন।

বিতর্কিত ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলামকে পুনঃনিয়োগের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ঢাকায় গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বিক্ষোভ ও খাদেমুলের কুশপুত্তলিকা দাহ

সমাবেশে বক্তারা সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন এবং হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত বিতর্কিত ও এক অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানের মত গুরুত্বপূর্ণ পদে পুনঃনিয়োগ পাহাড়ি জনগণ বরদাস্ত করবে না। জনমত উপেক্ষা করে ভূমি কমিশনে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে পুনঃনিয়োগের ফলে উদ্ভূত যে কোন পরিণতির জন্য সরকার-প্রশাসনকে দায়-দায়িত্ব নিতে হবে। প্রথাগত ভূমি অধিকার স্বীকৃতি না দিয়ে পাহাড়ি জনগণকে তাদের বংশপরম্পরায় ভিটেবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে সরকার ১১ পাতায় দেখুন

সেনা-পুলিশের বাধা সত্ত্বেও সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাসের প্রথম বর্ষপূর্তিতে ইউপিডিএফ'র বিক্ষোভ

সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সন্ত্র গ্রুপের বাধাদান সত্ত্বেও গত ৩০ জুন শনিবার ব্যাপক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে তিন পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবানে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাসের প্রথম বর্ষপূর্তি পালিত হয়েছে।

ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী সংগঠনসমূহ উক্ত পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল ও সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে এ বর্ষপূর্তি পালন করে। এ উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির মধ্যে ছিল বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ, হাতে লেখা পোস্টারিং, বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ব্যানার-ফেস্টুন টাঙানো, কালো পতাকা উত্তোলন ও কালে ব্যাজ ধারণ এবং বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ ইত্যাদি।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলের দাবিতে খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ'র বিক্ষোভ

কর্মসূচী বানচাল করতে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙা, রামগড়, মানিকছড়ি উপজেলায় সেনাবাহিনী ও পুলিশ সমাবেশে বাধা দেয় এবং গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেয়। তারা সকল গাড়ির মালিক ও চালদের গাড়ি না চালানোর নির্দেশ দেয়। মহালছড়িতে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ গাড়ি আটকায়। ফলে মহালছড়ি থেকে খাগড়াছড়ি সদরে আয়োজিত সমাবেশে যোগ দেয়ার কথা থাকলেও কোন লোক যোগ দিতে পারেনি। এছাড়া রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে সন্ত্র গ্রুপ সমাবেশে অংশগ্রহণে জনগণকে বাধা প্রদান করে এবং সমাবেশের গাড়ি লা করে দূর থেকে গুলি বর্ষণ করে জনগণের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা চালায়।

খাগড়াছড়ি সদর: খাগড়াছড়ি জেলা সদরের বটতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সকাল ১১টায় এক বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ইউনিটের সমন্বয়ক কালো প্রিয় চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জিকো মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক টিনা দেওয়ান ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যাসিং মারমা, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নিরূপদ তালুকদার এবং জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সহ সভাপতি অজিত বরণ চাকমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক চরণসিং তঞ্চঙ্গ্যা এবং উপস্থাপনা করেন ইউপিডিএফ'র খাগড়াছড়ি জেলা সংগঠক পুলক চাকমা। সমাবেশ চলাকালে "আমরা বাঙালি নই" "সংবিধানের বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী আইন মানি না-বাতিল কর" "স্ব স্ব জাতির পরিচয়ে বাঁচতে চাই" শ্লোগান খালি গায়ে বুকের ওপর লিখে একদল যুবক ব্যতিক্রমী প্রতিবাদে অংশ নেয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ বহুজাতিক ও বহুভাষিক রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান মহাজোট সরকার পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহের ওপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে সরকার বাঙালি ভিন্ন অন্যান্য জাতিসমূহের অস্তিত্বকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল জাতির জনগণ এটা কিছুতেই মেনে নেবে না।

বক্তারা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণকে অতীতেও বাঙালি বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সরকারকে তার খেসারত দিতে হয়েছে। সরকারকে এটা মনে রাখতে হবে যে, ক্ষমতার জোরে, বল প্রয়োগ করে এক জাতিকে অন্য একটি ভিন্ন জাতিতে রূপান্তরিত করা যায় না। পার্বত্য চট্টগ্রামে সুদীর্ঘকাল থেকে বসবাসরত চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, খিয়াং, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, খুমী, লুসাই, পাংখো, সাঁওতাল ও গুর্খা-অহোমী জাতির জনগণকে কখনই বাঙালি বানানো যাবে না।

বক্তারা আওয়ামী লীগ সরকারের বাঙালি বানানোর এই ঘৃণ্য অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। বক্তারা অবিলম্বে সংবিধানের বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল, সংখ্যালঘু ভিন্ন ভাষাভাষী সকল জাতিসমূহকে স্ব স্ব জাতীয়তার স্বীকৃতি, অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করার দাবি জানান। ১১ পাতায় দেখুন